পণ্ডিত মশাই

নাটক

কাহিনী ঃ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নাট্যরূপ ঃ

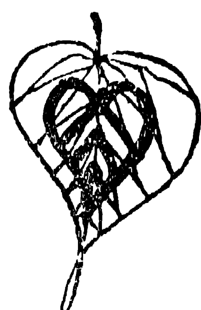
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল

প্রথম সংস্করণ :
৭ই জ্যৈষ্ঠ,
১৮৮১ শকাব্দ

টা. ২'৫০

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅহিভূষণ ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৬৪।এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬





পরিচয়-লিপি

পুরুষ

কুঞ্জ	গ্রামের গরীব বোষ্টম গৃহস্থ
নিতাই	কুঞ্জর স্থবাদে খুড়ো
বৃন্দাবন	বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন বোষ্টম গৃহস্থ ও কুসুমের স্বামী
চরণ	বৃন্দাবনের কিশোর পুত্র
কেশব	বৃন্দাবনের শিক্ষিত বন্ধু ও দুর্গাদাসের ভাগ্নে
দুর্গাদাস	বৃন্দাবনের গৃহ-শিক্ষক
তারিণী	ঐ ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী
ঘোষাল	ঐ
গোবর্ধন	কুঞ্জর শাশুড়ীর গাঁজাখোর বোনপো
গোপাল	বাড়ল গ্রামের ডাক্তার
অবিনাশ	কলিকাতার ডাক্তার

১ম-বৈরাগী, বালক, মধু ও ২য়-বৈরাগী

স্ত্রী

কুসুম	কুঞ্জর ভগ্নী ও বৃন্দাবনের প্রথম পক্ষের স্ত্রী
বৃন্দাবনের জননী (প্রৌঢ়া, মা)	কুসুমের শাশুড়ী
মকর	কুসুমের বাল্যের সখী (পরস্পরের মধ্যে মকর-গঙ্গাজল পাতন)
কুঞ্জর শাশুড়ী	ব্রজেশ্বরীর মা
ব্রজেশ্বরী	কুঞ্জর স্ত্রী

গোপালের মা ও পার্বতী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পল্লীপথ

প্রাতঃকাল। ১ম—বৈরাগী গান গাহিতে গাহিতে পথ চলিতেছে

গান

রাই জাগ, রাই জাগ, শুকসারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কাল মানিকেব কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
সারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধবে ডাকি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন সারী আমরা পশু পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরমকর সাথী॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই।
অরুণ কিরণ হবে ফিরে ঘরে যাই॥

বৈরাগীর প্রস্থান

কুঞ্জ বোষ্টমের প্রবেশ। তাহার গায়ে একটা ফতুয়া, মাথার উপর একটা গামছা বিঁড়ের মত করিয়া জড়ানো, ইহার উপর একটি ধামা। ধামার মধ্যে ঘুন্সি, মালা, চিরুণী, কৌটা, সিন্দুর, তেলের মসলা, ছোট ছোট কাচের পুতুল, আর তাহার ভগ্নী কুসুমের হাতের তৈরী নানাবিধ সূচের কারুকার্য ইত্যাদি আলাদা একটি পুঁটুলি করিয়া বাঁধা। (প্রতিদিন সকাল আটটা নাগাদ খাওয়ার পর্ব শেষ করিয়া কুঞ্জ এই সব পণ্যদ্রব্য ফেরি করিতে বাহির হয়, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত পাঁচ-সাতখানা গ্রামের মধ্যে ফেরি করিয়া বাড়িতে ফেরে। তাহার জাত-ব্যবসা চাষবাস করা, তা তাহার ভাল লাগে না। অবশ্য তাহার নিজের কোন জমি-জমা নাই। থাকিবার মধ্যে আছে দু'খানি কুঁড়ে ঘর আর তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র একটি আম-কাঁটালের বাগান। আর সংসারেও তাহার একমাত্র বিধবা ভগ্নী কুসুম ব্যতীত আর কেহ নাই। তাই দিনান্তে ফেরি করিয়া সে যাহা উপার্জন করে, তাহা ভগ্নীর হাতে আনিয়া দেয়। ইহাদ্বারা কেমন করিয়া কুসুম, মূলধন বজায়

রাখিয়া যে সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া দেয়, ইহা সে বুঝিতেও পারে না, পারিবার চেষ্টাও করে না। স্বভাবতই সে একটু নির্বোধ প্রকৃতির, কিন্তু তাহার ভগ্নী কুসুম শিক্ষিতা ও তেজস্বিনী। বয়সে সে বড় হইলে কি হইবে, তাহার নির্বুদ্ধিতার জন্য যখন-তখন সে ভগ্নীর কাছে ভর্ৎসনা খায়) কুঞ্জ ধামাটি এক প্রান্তে নামাইয়া রাখিয়া, মাথার গামছাটা নাড়িয়া হাওয়া খাইতে লাগিল। এমন সময়ে তাহাদের স্বজাতি এবং গ্রাম-সম্পর্কে খুড়ো, নিতাই মোড়ল তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইয়া তাহাকে সে ডাকিল

কুঞ্জ। ও নিতাই খুড়ো, কোথায় যাচ্চ ?

নিতাই। একি, কুঞ্জ ! এমন ক'রে বসে কেন ভাইপো ?

কুঞ্জ। শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই খুড়ো, তাই বাড়ি থেকে তোমাদের এই পাড়াটাতে এসেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছি। তবে ফেরবার পথে তোমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রেও ফিরব ঠিক করেছিলুম। তা দেখাই তো হয়ে গেল ! বলি, যাচ্চ কোথায় ?

নিতাই। ওদিককার বাঁধের জমিটা একবার দেখতে যাচ্চি। আগে নিজেরা সব চাষ করতুম, তখন ফসলও বেশী ফলতো আর হাঙ্গামাও কম ছিল। এখন পরের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে তেমন সুবিধা হচ্চে না ভাইপো, আর উপায়ই বা কি বল ! হ্যাঁ, কোন দরকার আছে নাকি ?

কুঞ্জ। তোমার কি এখন সময় হবে ?

নিতাই। তা আমার তাড়া কিছু নেই, বল না। কিন্তু শরীরটা যখন খারাপ বলচ, তখন আজ না বেরুলেই তো পারতে।

কুঞ্জ। একটা জরুরী কাজের জন্যেই বেরুতে হ'ল। ও-গ্রামে একজনদের কতকগুলো বালিসের ওড় তৈরী ক'রে দেবার কথা ছিল। জানো তো, কুসিকে একাই সব করতে হয়। ক'দিন ওরও শরীর ভাল যাচ্ছিল না, তাই সেগুলো করতে দেরি হয়ে গেল। কাল রাত্রে কুসি সেগুলো শেষ ক'রে দিয়েছে, তাই আজ আর ফেলে রাখতে চাইলুম না, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লুম। অন্যদিন ভাত খেয়েই বেরুই, আজ আর তো সে হাঙ্গামা নেই।

নিতাই। সত্যি, তোমার বোনের হাতের কাজের সবাই প্রশংসা করে। আমাদের চাষাভূষোদের ঘরে এমন মেয়ে বড় দেখা যায় না। রূপে-গুণে লক্ষ্মী!

কুঞ্জ। তা যা বলেছ খুড়ো, নিজের বোন ব'লে বলচি না। গ্রামের বামুনপাড়ায় এই আমরাই একঘর ছোট জাত আছি। কিন্তু কি বলব খুড়ো, বামুনদের মেয়েরা কুসিকে পেলে আর ছাড়তে চায় না। তাদের মধ্যে কেউ হয় ওর মকর-গঙ্গাজল, কেউ হয় সই-মহাপ্রসাদ।

নিতাই। তা হবে না কেন বল? ছেলেবেলা থেকেই তাদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের সঙ্গেই পাঠশালাতে পড়েছে—আমাদের স্বজাতির ঘরে ওর মেলামেশা তো নেই বললেই হয়।

কুঞ্জ। আমায় কি বলে জানো? বলে বামুনপাড়ায় যখন বাস, তখন উঁচু জাতের মতই আমাদের ব্যবহার রাখতে হবে। ভদ্রলোক ছোটলোক গায়ে লেখা থাকে না—ব্যবহারেই তা প্রকাশ পায়।

নিতাই। সে তো সত্যি কথাই কুঞ্জ। এই দেখ না তোমার আগের ভগিনীপতিকে। বাড়ুল গ্রামে আজ মানুষ বলতে তো একা বৃন্দাবনই। বয়স আর কত হয়েছে,—বড়জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। উচ্চ-জাতের বাসও সেখানে কম নয়, কিন্তু বৃন্দাবনকে খাতির করে না এমন বোধহয় কেউ নেই। অথচ ওরই বাপ গৌর অধিকারী শুধু পয়সাই জমিয়ে গেছে—তার বেশী আর তার কিছু হয় নি।

কুঞ্জ। ওগো, আমি যে বৃন্দাবনের কথা বলবার জন্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলুম!

নিতাই। তাই নাকি?

কুঞ্জ। হ্যাঁ গো। দেখ, কয়েক মাস আগে কি একটা কাজে বৃন্দাবনকে আমাদের গ্রামে প্রায়ই আসতে হয়েছিল। এমনি ভগবানের খেলা, কুসিকে একদিন নদীতে স্নান ক'রে বাড়ি ফিরতে সে দেখে।

নিতাই। চিনতে পেরেছিল? ওকে তো সেই ছেলেবেলায় দেখে-ছিল, তারপর খুব কম দশ বছর কেটে গেছে। চিনতে পারলে?

কুঞ্জ। হ্যাঁ গো, দেখেই চিনতে পেরেছিল, তাই-ই তো সে বললে।

এরপর একদিন আমার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। মাঝে মাঝে এমন তো কতই দেখা হয়, কিন্তু কুসির নাম কখন করেনি। আর সেদিন বল্‌লে কিনা, কুঞ্জদা, বাবা যা করেছিলেন তা ভুলে যাও। তার উপর আমার কোন হাত ছিল না। আর তখন আমার বয়সই বা কত, বড়জোর পনেরো হবে; আর তোমার বোনের তো ছয়ও পূর্ণ হয় নি।

নিতাই। তা কি বল্‌তে চায় সে?

কুঞ্জ। বলে কুসিকে সে আবার বিয়ে করবে। তার দ্বিতীয় স্ত্রীও তো মারা গেছে আজ পাঁচ-ছ' বছর—বছর দুই যাবৎ তার মা তার বিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা করচেন, ও তাতে রাজী হয় নি। নিজের পাঁচ-ছ' বছরের ছেলেকে দেখিয়ে মাকে বুঝাতে চেয়েছে যে, যার জন্যে বিয়ে করা, ভগবান তো তা তাকে দিয়েছেন—তবে আর কেন? কিন্তু এমনি ভগবানের খেলা দেখ, এখন কুসিকে দেখে এত পছন্দ হয়েছে যে নিজেই মাকে গিয়ে বলেছে যে বিয়ে যদি করতেই হয়, তাহলে কুসুমকেই সে বিয়ে করবে।

নিতাই। ওর মা তাতে রাজী হয়েছেন?

কুঞ্জ। প্রথমটা নাকি কিছুতেই রাজী হন নি, শেষে বৃন্দাবনের কথা আর এড়াতে পারেন নি। এখন নিজেই আর দেরি সইতে পারছেন না। বিয়েটা যেমন ক'রেই হোক হয়ে গেলেই হয়!

নিতাই। তোমার বোন এ কথা শুনেছে? তার নিজের কি মত?

কুঞ্জ। তার কথা আর ব'লো না খুড়ো, নিজের ভালো সে বুঝে না। বললুম, দিদি, রাজী হ। আমাদের গরীব দুঃখীর সংসার, আর বৃন্দাবনদের কি বাড়-বাড়ন্ত! ধরতে গেলে বৃন্দাবনই তোর আসল বর। কি বললে জানো? বললে, আসল নকল বুঝি নে দাদা, শুধু বুঝি আমি বিধবা। একি কুকুর-বেরাল পেয়েছ যে, যা-ইচ্ছে হবে তাই করবে! এই বিয়ে, এই কণ্ঠি-বদল; আবার বিয়ে, আবার কণ্ঠি-বদল; যাও, ওসব আমার সুমুখে তুলো না। যারা আমার মায়ের নামে মিথ্যা দুর্নাম শুনে আমাকে আর ঘরে নিলে না, তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। বাড়লের উনি আমার কেউ নয়! আমার মা আমাকে

যার সঙ্গে আবার কণ্ঠি-বদল ক'রে বিয়ে দিয়েছিল বলেছিল, সেই আমার স্বামী। সে যখন মরেছে, তখন আমি বিধবা।

নিতাই। কুসি তো মিথ্যে বলে নি কুঞ্জ! বৃন্দাবনের বাপ যে ব্যবহারটা তোমাদের সঙ্গে করেছিল, তা তো কুসির মত মেয়ে ভুলতে পারে না!

কুঞ্জ। আচ্ছা খুড়ো, মায়েরই কি সাত তাড়াতাড়ি কারুকে না জানিয়ে, অন্যত্র চলে গিয়ে, ওর কণ্ঠি-বদল ক'রে বিয়ে দেওয়াটা উচিত হয়েছিল? এ সব ব্যাপারে তো একটু সবুর ক'রে দেখতে হয়! আর তা-ই বা হ'লো কি! বিয়ের ছ'মাস যেতে না যেতেই তো বৈরাগী বাবাজী পটল তুললেন। আর কুসির বয়সই বা তখন কত? আমার বেশ মনে আছে, ওর বয়স তখন মাত্র সাত বৎসর। সেটা কি আবার একটা বিবাহ! তার জন্যে আবার বিধবা হয়ে থাকা! (একটু চিন্তা করিয়া) আমার তো সন্দেহ হয়, মা ওটা মিথ্যে মিথ্যে রটিয়েছিল—আসলে বিয়েই হয় নি। বিয়েই যদি হ'তো, তাহলে মা আমাকে নিয়ে গেল না কেন? তুমিই বল না?

নিতাই। দেখো ভাইপো, এব্যাপারে আমার নিজের কোন মত দেওয়া উচিত নয়—এটা সম্পূর্ণ তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। তবে এটা তোমাকে বলি, কুসির অমতে কিছু করবার চেষ্টা ক'রে না।

কুঞ্জ। সবই বরাত খুড়ো, নইলে কুসির এমন দুর্বুদ্ধি হবে কেন? এখনো তোমাকে আর একটা কথা তো বলা হয় নি।

নিতাই। কি কথা?

কুঞ্জ। বৃন্দাবন আমাকে কি বলেছে জান? বলেছে, সে আমাকে পঞ্চাশ টাকা নগদ, পাঁচ জোড়া ধুতি-চাদর আর কুসুমকে পাঁচ ভরি সোনা ও একশ ভরি রূপার গহনা দেবে। আর সমাজের ছড়িদারের মত নেওয়া, কিছু মালসা-ভোগ দেওয়া, এ সব সে নিজে করবে—আমাদের কোন হাঙ্গামা পোহাতে হবে না। (একটু থামিয়া) আমার একটা অনুরোধ রাখবে খুড়ো?

নিতাই। কি ?

কুঞ্জ। তুমি একবার কুসিকে গিয়ে বল—তোমার কথা হয়তো এড়াতে পারবে না।

নিতাই। (ব্যস্তভাবে) না না কুঞ্জ, তা আমি পারব না। আমি এখন চললুম।

প্রস্থান

কুঞ্জ খুব মনমরা হইয়া তাহার ধামাটি তুলিয়া লইল

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুঞ্জর বাড়ি

দু'খানি কুঁড়ে ঘর। ঘরের সংলগ্ন দাওয়া। সম্মুখে একটি অপ্রশস্ত উঠান। ঘরের বামপার্শ্বে একটি সরু পথ বাহিরের দিকে চলিয়া গিয়া, একটি ছোট আম-কাঁটালের বাগানের সঙ্গে মিশিয়াছে। এই পথের একপার্শ্বে খড়ের ছাউনি দেওয়া একটি ছোট্ট রান্নাঘর, এবং তাহারই গা-ঘেঁষিয়া একটি তুলসীমঞ্চ। সন্ধ্যাকাল। দাওয়ার উপর একটি হ্যারিকেন জ্বলিতেছে। কুঞ্জর ভগ্নী কুসুম, বয়স পনেরো-ষোল, তুলসীমঞ্চে সবেমাত্র প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া, মাথা হেঁট করিয়া প্রণাম করিতেছে, এমন সময়ে কুঞ্জ ফেরি করিয়া ফিরিয়া আসিল। ভগ্নীকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া, কোন কথা না বলিয়া, ধামাটি হাতে লইয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে, একটা হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে বাহিরে আসিয়া দাওয়ার উপর উপু হইয়া বসিল। কুসুম প্রণাম সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া কুঞ্জকে দেখিয়া

কুসুম। দাদা, আজ এত দেরি হ'ল ?

কুঞ্জ ফতুয়ার পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া ভগ্নীর হাতে দিল

কুঞ্জ। আজ আর এর বেশী বিক্রি হয় নি দিদি।

কুসুম। সকাল থেকে ঘুরে মাত্র চার আনা বেচেছ ?

কুঞ্জ। ঘুরতে আর পেলুম কোথায় ? ভাবলুম, অনেকদিন বাড়লের

দিকে যাই নি, আজ ও-গ্রামে গেলে অনেক বেশী বিক্রি হবে। তাই আর কোথাও তেমন না গিয়ে বাড়লে গিয়ে উপস্থিত হলুম। পথে বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখা ; সে মাঠে কাজে যাচ্ছিল, আর গেল না। বললে, চল কুঞ্জদা, আমাদের বাড়িতে। বললুম, না বৃন্দাবন, এখন তোমাদের বাড়িতে গেলে চলবে না। সে কিছুতেই ছাড়লে না, বাড়ি নিয়ে গেল। নিজে হাত-পা ধোবার জল এনে দিলে, তামাক সেজে দিলে। তার মা এসে বললেন, কুঞ্জ, বাড়িতে যখন এসেছ বাবা, তখন তোমায় না খাইয়ে ছাড়ব না। কি বলি বল্ ? বৃন্দাবনের মায়ের কথা তো অবজ্ঞা করতে পারি নে—খেতে হ'ল। খাইয়েই কি ছেড়ে দিলেন ? বললেন, এত রোদ্দুরে আর যেতে হবে না, এখানে বিশ্রাম কর, বেলা পড়লে যাবে। কি বলব কুসি তোকে, রান্না বটে ! সাত-আট রকম ব্যঞ্জন—খেয়ে আর শেষ করতে পারি নে ! হাঁ, যা শুনেছি সব ঠিক, একটা গেরস্ত বটে ! বাগান, পুকুর, চাষবাস, কোন জিনিস-টির অভাব নেই—মা-লক্ষ্মী যেন উথ্‌লে পড়ছেন !

কুসুম। (একটু হাসিয়া) তা হ'লে তুমি বুঝি সারাদিন এই কর্ম্মই করেচ ? খেয়েচ আর ঘুমিয়েচ ?

কুঞ্জ। (সহাস্যে) কি করি বল্ বোন, ছেড়ে না দিলে তো আর জোর ক'রে আসতে পারি নে !

কুসুম। তা হ'লে ও গাঁয়ে আর কোন দিন যেও না।

কুঞ্জ। যাব না ! কেন ?

কুসুম। পথে দেখা হ'লেই তো ধরে নিয়ে যাবে ? তারা বড়-লোক, তাদের ক্ষতি নেই ; কিন্তু আমাদের তা হ'লে তো চলবে না দাদা !

কুঞ্জ। এ তুই কি বল্‌চিস কুসি ? একদিন দু'দিনে আর কি এমন লোকসান হবে !

কুসুম। সে কথা ঠিক ! দু'একদিনে আর কি লোকসান হবে ! তা নয় ; তবে তারা বড়মানুষ, আমরা দুঃখী ; কাজ কি দাদা তাদের সঙ্গে বেশী মেশামেশি ক'রে ?

কুঞ্জ। আমি তাদের ঘরে তো যেচে যাই নে কুসুম!

কুসুম। তা যাও নি বটে; তবু ডেকে নিয়ে গেলেই বা যাবার দরকার কি দাদা?

কুঞ্জ। তুই যে এই বামুন-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করিস্, তারাও তো সব বড়লোক, তবে যাস্ কেন?

কুসুম। (হাসিয়া) তাদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই খেলা করেছি—একসঙ্গে হর পণ্ডিত মশাইয়ের পাঠশালাতে পড়েছি; তা ছাড়া, তারা আমাদের জাতও নয়, সমাজও নয়। এখানে আমাদের লজ্জা নেই; কিন্তু তাদের কথা আলাদা।

কুঞ্জ। (খুব উৎসাহের সঙ্গে) সেখানেও লজ্জা নেই। মা-লক্ষ্মী তাঁদের দয়া করেছেন, দু'পয়সা আছে সত্য; কিন্তু এতটুকু দেমাক অহংকার নেই—সবাই যেন মাটির মানুষ! বৃন্দাবনের মা আমার হাত দু'টি ধ'রে যেমন ক'রে—

কুসুম। (বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়া) আবার সেই সব পুরোনো কথা উঠল! মায়ের নামে ওরা যে এত বড় কলঙ্ক তুলেছিল, দাদা বুঝি ভুলে বসে আছ?

কুঞ্জ। তারা নিজেরা একটা কথাও তোলে নি। বদ্ লোকেরা হিংসে ক'রে বদ্‌নাম দিয়েছিল।

কুসুম। আর ওরা কোনকিছু বিচার না ক'রেই, আমাকে ঘরে না নিয়ে আর একটা বিয়ে করেছিল—কেমন?

কুঞ্জ। (একটু অপ্রতিভ হইয়া) তা বটে, তবে কিনা তাতে বৃন্দাবন বেচারীর একটুও দোষ ছিল না, বরং তার বাপের দোষ ছিল।

কুসুম। (শান্তভাবে) যার দোষই থাক্ দাদা—যা হয় না, হবার নয়, দরকার কি একশ বার সেই সব কথা তুলে? আমি পারি নে আর তর্ক করতে।

কুঞ্জ। (রুষ্টস্বরে) তুই তো তর্ক করতে পারিস নে, কিন্তু আমাকে যে সব দিক দেখ্‌তে হয়! আজ আমি ম'লে তোর দশা কি হবে, তা একবার ভাবিস্? শোন্ বলি, মিছিমিছি তর্ক করিস নি, আমি

আমাদের মুরুব্বিদের সবাইকে জিজ্ঞেস করেচি, তোর শাউড়ী নলডাঙ্গার বুড়ো বাবাজীর মত পর্যন্ত জেনে এসেছেন। সবাই খুশী হয়েই মত দিয়েচে, তা জানিস ?

কুসুম। তা আর জানি নে। নইলে মুখটা আরও পুড়বে কি ক'রে। ছি ছি, তুমি এই নিয়ে সবার সঙ্গে আলোচনা করেচ!

কুঞ্জ। কেন, কি দোষ হয়েছে এতে ? বিয়ে ব'লে কথা, এতে মুরুব্বিদের মত না নিলে চলে ?

কুসুম। কিন্তু এই মতই তো এ ব্যাপারের শেষ মত নয় দাদা! এই মতের পরেও তো অনেক কিছু ঘটনা পড়ে আছে!

কুঞ্জ। আবার কি ঘটনা! মুরুব্বিরাই যখন মত দিচ্চেন, তখন এ বিয়েতে আর বাধা কি ?

কুসুম। অতো সহজ ব্যাপার নয় দাদা। তা যদি হ'তো, তাহলে—

কুঞ্জ। (ব্যগ্রভাবে) তাহলে—তাহলে কি দিদি, মুখে বল্ না—আমি যে বড় আশা ক'রে আছি! তুই রাজী হ দিদি, আমি যে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তুই রাজরাণী হয়ে থাকবি! বৃন্দাবন যে আমাকে কি ভাবে অনুরোধ করেছে, তা তোকে কি ক'রে বুঝাব!

কুসুম। দাদা, আমি জানি তুমি আমার মঙ্গলের দিকটা চেয়েই এ বিয়ের জন্যে আমাকে এত পীড়াপীড়ি করচ। কিন্তু একবারও কি ভেবেচ, এ বিয়ে যদি সত্যিই হয়, তাহলে সেই বিয়ের আসরে সেদিন কি কাণ্ডটা ঘটবে ?

কুঞ্জ। কি কাণ্ড ঘটবে ? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

কুসুম। আমি পাচ্চি, আর পাচ্চি ব'লেই তোমাকে এত নিষেধ করচি।

কুঞ্জ। খুলেই বল্ না বোন, কি তুই ভয় করচিস্ ?

কুসুম। আচ্ছা, এইরকম বিয়েতে কত রকমারি বোষ্টমের দল আসবে তো! তারা কি মায়ের মিথ্যা কলঙ্কের কথা তুলে, আমার বাল্যজীবনের কণ্ঠি-বদল ক'রে বিয়ের কথা নিয়ে আলোচনা করবে না ভেবেছ ?

কুঞ্জ। (রাগ করিয়া) তা কেন তারা তুলবে? আর বৃন্দাবনই বা তুলতে দেবে কেন? তুই জানিস নি দিদি, সে যে কি মানুষ তা তার সঙ্গে না দু'ঘন্টা কথা কইলে বুঝতে পারবি না।

কুসুম। না না, দাদা, ও কথা কথাই নয়! আমি চোখের সামনে যে দেখতে পাচ্চি এ সবই ঘটবে।

কুঞ্জ। এ তোর মিথ্যে ভয় কুসি, এ আমি তোকে হাজার বার বলতে পারি।

কুসুম। তুমি বলতে পার, কিন্তু আমি পারি নে। এতদিন আচার-ব্যবহারে আমি যে সম্ভ্রম বাঁচিয়ে এসেছি, এ বিয়ে হ'লে আমার আর সে সম্ভ্রম থাকবে না। পাড়ারলোকেরা ব'লে বেড়াবে, ওদের কুসুমের হাড়ি-ডোমের মত আবার নিকা হ'য়ে গেল। ছি ছি, এ শোনার চেয়ে আমার জলে ডুবে মরাও ভাল!

কুঞ্জ। বেশ! আমার কথা যখন শুনবি নে, তখন আমার দুচোখ যেখানে যাবে আমি সেখানে চলে যাব, তা ব'লে দিচ্চি।

কুসুম। যাও—এখুনি যাও।

কুঞ্জ। (ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া চিৎকার করিয়া) পোড়ারমুখী, তুই ছোট বোন হয়ে বড় ভাইকে তাড়িয়ে দিস্?

কুসুম। দিই। বড় ব'লে তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে নাকি?

কুঞ্জ। (কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া) কিসে যা ইচ্ছে করলুম শুনি?

কুসুম। কেন তবে আমাকে না ব'লে ওখানে গিয়ে খেয়ে এলে?

কুঞ্জ। কেন? তাতে দোষ কি হয়েছে?

কুসুম। (তীব্রভাবে) ঢের দোষ হয়েছে। আমি মানা ক'রে দিচ্ছি, আর তুমি ওখানে যাবে না।

কুঞ্জ। তুই কি বড় বোন যে, আমাকে হুকুম করবি? আমার ইচ্ছে হ'লেই সেখানে যাব।

কুসুম। না, যাবে না। আমি শুনতে পেলে ভাল হবে না, ব'লে দিচ্চি দাদা!

কুঞ্জ। যদি যাই কি করবি তুই?

কুসুম। (চিৎকার করিয়া) আমাকে রাগিও না বল্‌ছি দাদা—যাও আমার সুমুখ থেকে—সরে যাও বল্‌ছি।

কুঞ্জ। তোর ভয়ে সরে যাব? যদি না যাই, কি করতে পারিস তুই?

কুসুম। আবার তর্ক করচ? বল্‌চি না এখান থেকে চ'লে যাও?

কুঞ্জ। চ'লে যাবে! কখনই যাব না। আমি যখন বড়, আমি যখন কর্তা, তখন আমার হুকুমেই কাজ হবে। (পোড়া কল্‌কেটাতে গোটা দুই টান দিয়া, রীতিমত জোর গলায়) চাই নে আমি কারো কথা। একশ বার না-না শুনতে আমি চাই নে। আমি যখন কর্তা—আমার যখন বাড়ি—তখন আমি যা বলব তাই—

কুসুম। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, কর্কশকণ্ঠে) যাও, যাও এখান থেকে, যাও। বাড়ির মধ্যে আমি হাড়ি-ডোমের মত অমন ক'রে হাঁকা-হাঁকি করতে দেব না।

কুঞ্জ। (চিঁচিঁ করিয়া) আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্চি। (যাইতে যাইতে) নিজে রাক্ষসীর মত চেঁচাবে, তাতে দোষ নেই; আমি একটু জোরে কথা কইলেই যত দোষ।

কুসুম। শোন, স্যাকরাদের দোকানে যাবে তো?

কুঞ্জ। (রাগ করিয়া) হাঁ। নইলে আর কোন্ চুলোয় যাব?

কুসুম। (মৃদু হাসিয়া) কিন্তু বেশী রাত ক'রো না, আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না।

কুঞ্জর বাহিরে প্রস্থান

কুসুম দাওয়ার হ্যারিকেন আলোটা তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

কুঞ্জর বাড়ি

প্রাতঃকাল। গোপালের মা'র প্রবেশ। (সে পাড়ার পাঁচ বাড়ির হাট-বাজার, ফাই-ফরমাস খাটিয়া জীবিকা অর্জন করে। কুঞ্জদের বাড়িতেও সে কুঞ্জর মায়ের সময় হইতেই কাজ করিয়া আসিতেছে। আজ হাট-বার, তাই সে হাটে যাইবার জন্য আসিযাছে।) বাড়ির মধ্যে কাহাকেও দেখিতে না পাইযা সে কুসুমকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিল

গোপালের মা। ও কুসিদি, কোথায় গো?

(নেপথ্যে) কুসুমের কণ্ঠস্বর, "যাই গোপালের মা, একটু দাঁড়া।"

বাগানের দিক হইতে সদ্যঃস্নাতা কুসুমের, হাতে একটি রেকাবিতে কিছু ফুল লইয়া প্রবেশ

কুসুম। ও, আজ হাটবার বুঝি?

গোপালের মা। হ্যাঁ দিদি। আজ হাট থেকে ফিরেই আমাকে আবার মুখুজ্যেদের তত্ত্ব নিয়ে যেতে হবে, তাই একটু তাড়াতাড়ি কর।

কুসুম। এদিকে দাদা যে সকাল থেকেই ধামা নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

গোপালের মা। এত সকালেই কুঞ্জদা বেরিয়ে গেছে? কুঞ্জদা তো কোনদিন না খেয়ে বেরয় না?

কুসুম। তা বেরয় না, আজ আমার উপর রাগ করেই বোধ হয় বেরিয়ে গেছে—কাল রাত্রে খেতে বসে আমার সঙ্গে খুব রাগারাগি করেছিল।

গোপালের মা। তাহলেই হয়েছে! আজ আর আসবে না।

কুসুম। তা আশ্চর্য নয়! যাই হোক্, বাক্সতে পয়সা-কড়ি কি আছে দেখি, সামান্য কিছু নিয়ে এস।

কুসুমের ঘরের মধ্যে প্রস্থান ও তৎক্ষণাৎ শুধু-হাতে ফিরিয়া আসা

বাক্সর চাবিটা কাল রাগ ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলুম, সেটাও রেখে

যায় নি। যাক্ গে, আজ আর তোমায় হাট থেকে কিছু আনতে হবে না—দাদা ফিরে এসে যা হয় করবে।

গোপালের মা। আবার তো হাট-বার তিন দিন পরে।

কুসুম। তা হোক্! তোমার কি দোষ! তুমি তোমার কাজে যাও।

গোপালের মা'র প্রস্থান

কুসুম উঠান হইতে দাওযায উঠিতে যাইতেছে, এমন সময়ে এক প্রৌঢ়া (বৃন্দাবনেব জননী) ভিতরে আসিযা দাঁড়াইলেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই উভযের দিকে চাহিযা রহিল। কুসুম ইঁহাকে আর কখন দেখে নাই; কিন্তু ইঁহার নাকে তিলক, গলায মালা দেখিয়া বুঝিল, ইনি যেই হন, স্বজাতি। প্রৌঢ়া কাছে আসিয়া হাসিমুখে কহিলেন

প্রৌঢ়া। তুমি আমাকে চেন না মা, তোমার দাদা চেনে। কুঞ্জনাথ কই?

কুসুম। তিনি আজ ভোরেই বাইরে গেছেন। ফিরতে বোধ করি দেরি হবে।

প্রৌঢ়া। (বিস্ময়ের স্বরে) দেরি হবে কি গো! কাল যে তার ভগিনীপতিকে খেতে ব'লে এলো—আমিও তাই, আজ সকালে বল্‌লুম, বৃন্দাবন, গরুর গাড়িটা ঠিক ক'রে আন্‌তে ব'লে দে বাছা, যাই, আমিও বৌমাকে একবার দেখে আশীর্বাদ ক'রে আসি।

প্রৌঢ়ার কথা শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া, মাথার আঁচলটা আরও খানিকটা টানিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল এবং ঘরের ভিতর হইতে একখানা সতরঞ্চি আনিয়া দাওয়ার উপর বিছাইয়া দিতেই, প্রৌঢ়া তাহার উপর উপবেশন করিলেন

প্রৌঢ়া। (হাসিয়া) শুনেছ বোধ হয় বৌমা, কাল কুঞ্জনাথ আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। যেতে কি চায়, বৃন্দাবন অনেক ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। তোমায় বল্‌ব কি বৌমা, কুঞ্জনাথকে পেয়ে বৃন্দাবনের আনন্দ আর ধরে না! আর হবে নাই বা কেন, কুঞ্জনাথ তো পর নয়—বড় ভাইয়ের মত। কর্তা না হয় একটা ভুল ক'রে ফেলে-ছিলেন, তাতে তো আর সম্পর্কটা মুছে যায় না। এ যে ভগবানের

বেঁধে-দেওয়া সম্পর্ক, এ কি মুছে যেতে পারে ! তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন বৌমা, ব'স না ?

কুসুম লজ্জাজড়িত ভঙ্গিতে উপবেশন করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল

কাল খাওয়া-দাওয়ার পর বৃন্দাবন তামাসা ক'রে বললে—আমি এমনিই হতভাগা যে কুঞ্জদা, বড় ভাইয়ের মত হয়েও, কোন দিন ডেকে এক ঘটি জল পর্যন্ত খেতে বল্‌লে না। কুঞ্জনাথও আমার, ভগিনীপতির এ খোঁচাটুকু সহে থাকবে কেন ! সেও ব'লে উঠল, বেশ তো, এতে কি হয়েছে, কালই দুপুরবেলায় নেমন্তন্ন রইল। আমিও সুযোগ পেয়ে গেলুম বৃন্দাবনের সঙ্গে এখানে আসবার। গাড়িটা বাইরে ঠিক ক'রে রাখবার ব্যবস্থা ক'রে, সেও এল ব'লে। আমাকে বল্‌লে, মা, তুমি ততক্ষণে ভিতরে যাও, আমি পরে যাচ্চি।

বৃন্দাবনের মা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মত ছিলেন না—তাঁহাব বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল ; কুসুমের ভাব দেখিযা হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল, কি যেন একটা গোলমাল ঘটিয়াছে। সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন

হ্যাঁ বৌমা, কুঞ্জনাথ কি তোমায় কিছু ব'লে যায় নি ?

কুসুম ঘোমটার ভিতর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। কিন্তু ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বরং মনে করিলেন, সে বলিয়াই গিযাছে। তাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন

তবু ভাল, ভয় হয়েছিল, আমার পাগল ছেলেটা বুঝি সব ভুলে গেছে ! তবে বোধ করি, সে কিছু কিন্‌তে টিন্‌তে গেছে, এক্ষুনি এসে পড়্‌বে। কিন্তু মা, কুঞ্জনাথ এসে যাই বলুক্, তুমি খাওয়া-দাওয়ার বেশী হাঙ্গামা ক'রো না।

কুসুম। আপনার পা ধোবার জল এনে দেব ?

প্রৌঢ়া। না না, আমি উঠে গিয়ে ধুচ্চি। আচ্ছা বৌমা, কুঞ্জনাথ যে বল্‌লে তোমাদের একটি ছোট্ট আম-কাঁটালের বাগান আছে, তুমি নিজে কত ফুলগাছ বসিয়েছ, একটা বেলগাছও নাকি কুঞ্জনাথ নিজে বাঁধিয়ে বেশ বসবার জায়গা করেছে—তুমি সেখানে ব'সে রোজ পুজা-

আহ্নিক কর, এ সব কোথায় মা ? চল না আমাকে সেখানে নিয়ে। (একটু থামিয়া) সকাল বেলায় উঠেই তাড়াতাড়ি চলে আস্‌তে হ'ল, আমার গৌর-নিতাইয়ের ভাল ক'রে সেবাই করা হ'ল না—গেলে দেখ্‌বে মা, বৃন্দাবনের পিতামহ কি সুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন ! চল মা, চল—আমাকে দেখাবে চল।

উভয়ের প্রস্থান

অল্পক্ষণ পরে কুসুম দারুণ দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দাওয়ার একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া ভাবিতে লাগিল—কি দিয়া সে ইঁহাদের আহারের ব্যবস্থা করিবে—ঘরে তো কিছুই নাই, বাক্সরও চাবি নাই যে প্রতিবেশীদের কাহাকেও দিয়া কিছু কিনিয়া আনাইবে। এমন সময়ে বৃন্দাবন 'কুঞ্জদা' বলিয়া ডাকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়ের চোখাচোখি হইতেই, উভয়েই দৃষ্টি অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে বৃন্দাবন বলিল

বৃন্দাবন। মা কোথায় গেলেন ?

কুসুম। (মাথা নত করিয়া) তিনি বাগানে বেদীতে ব'সে জপ করছেন।

বৃন্দাবন। ও ! কুঞ্জদা কোথায় ?

কুসুম কোন উত্তর না দিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই একটি সাজা তামাক-সহ হুঁকা ও একটি দেশলাই আনিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া দেশলাইয়ের একটি কাঠি জ্বালিয়া একটা কয়লা ধরাইতে যাইতেছে, বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল

বৃন্দাবন। ও থাক্। তামাক আমি খাই নে।

কুসুম হুঁকাটি লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল

একবার কুঞ্জদাকে ডেকে দিও।

কুসুম ফিরিয়া আসিয়া বৃন্দাবনের সুমুখে দাঁড়াইয়া

কুসুম। দাদা বাড়ি নেই।

বৃন্দাবন। কখন ফিরবে ?

কুসুম। (ধীরে ধীরে) জানি নে।

বৃন্দাবন। কোথায় গেছে, কখন আসবে, কিছুই বলে যায় নি ?

কুসুম। (ভারী চাপা গলায়) আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মত দীন-দুঃখীকে জব্দ ক'রে, তোমার মত বড়লোকের কি বাহাদুরি বাড়্‌বে ?

বৃন্দাবন বিস্ময়ান্বিত হইয়া চাহিয়া রহিল

জান না, আমাদের কি ক'রে দিন চলে ? কেন তবে তুমি দাদাকে অমন তামাসা কর্‌তে গেলে ? কেন মাকে নিয়ে এখানে খেতে এলে ? ছাইভস্ম কি আমি তোমাদের খাওয়াব ?

বৃন্দাবন। (অবিচলিত স্বরে) কুঞ্জদা কোথায় গেছে ?

কুসুম। জানি নে। আমাকে কোন কথা না ব'লেই তিনি সকালে উঠে চলে গেছেন।

বৃন্দাবন। কুঞ্জদার যা ভোলা-মন, তা ঠিকই হয়েছে। কোথায় হয়তো আজ যাবার তাড়া ছিল, সেটা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আর এটা মনে নেই। তা গেলেই বা! সে নেই, আমি তো আছি! ঘরে খেতে দেবার কিছু নেই নাকি ?

কুসুম। (সহজ ভাবে) কিছু না, সব ফুরিয়েছে, আমার হাতে একটা টাকা পর্যন্ত নেই।

বৃন্দাবন। ওঃ এই কথা! এতে আর কি ক্ষতি হয়েছে! এগাঁয়ে তোমাদের মত আমাকেও সবাই চেনে। আমি লোকের হাতে সমস্ত কিনে পাঠিয়ে দিচ্চি—তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। (একটু থামিয়া) আমার এদিকে একটু কাজ আছে, তাই একটু সকাল ক'রেই এসেছি। কাজটা সেরে এসেই আমি নদীতে স্নান করব—আমি আর স্নান ক'রে বেরুতে পারি নি। তা ছাড়া, মায়ের মত খুব সকালে স্নান করাও আমার অভ্যাস নেই। (হাসিয়া) দেখ, কুঞ্জদার তুমি বোন্ হও, তাই সে পালাতে পেরেচে, আর কিছু হ'লে বোধ করি, এমন ক'রে ফেলে যেতে পার্‌ত না।

কুসুম। (মাথা নীচু করিয়া, ধীরভাবে) সবাই পারে না বটে, কিন্তু কেউ কেউ তাও বেশ পারে।

বৃন্দাবন। (বিষাদ-ক্লিষ্ট কণ্ঠে) তুমি হয়তো তা ভাব্‌তে পার কিন্তু

তোমার এ ভুল একদিন ভাঙতেও পারে। ছেলেবেলায় তোমার মায়ের কাজের জন্যে যেমন তুমি দায়ী নও, আমার বাবার ভুলের জন্যে তেমনি আমারও দোষ নেই। যাক্ এসব ঝগড়ার এখন সময় নয়, যাও—রাঁধবার যোগাড় করগে।

কুসুম। রাঁধবার কি যোগাড় করব শুনি? আমার মাথাটা কেটে রেঁধে দিলে যদি তোমার পেট ভরে, না হয় বল, তাই দিইগে।

বৃন্দাবন। (কণ্ঠস্বর নত করিয়া) দেখ, আমাকে যা ইচ্ছে তাই বল্‌তে পার, আমাকে তা সইতেই হবে, কিন্তু রাগের মাথায় তোমার শাশুড়ীঠাকরুণকে যেন কটু কথা শুনিয়ে দিও না। তিনি অল্পেই বড় ব্যথা পান।

কুসুম। (ক্রুদ্ধ চাপা গলায়) আমি জন্তু নই, আমার সে বুদ্ধি আছে।

বৃন্দাবন। সেও জানি, আবার বুদ্ধির চেয়ে রাগ তোমার ঢের বেশী তাও জানি। আচ্ছা, এখন চললুম।

কুসুম। যাও, কিন্তু কোথাও গল্প করতে বসে যেও না যেন। দেখ, আজ হাট-বার, বেশী দূর তো নয়, যদি পার একবার সেখানেই যাও। আর মা যা খেতে ভালবাসেন, এমন জিনিস কিনে পাঠিয়ে দিও।

বৃন্দাবন। আর আমার কথা বল্‌লে না?

কুসুম। তুমি কি খাও তা আমি বুঝেছি।

বৃন্দাবন। কি ক'রে বুঝলে?

কুসুম। গাঁয়ের কর্তাব্যক্তি মানুষ হয়ে যে তামাক খায় না, সে যে কি খায় তা আমি বুঝেছি।

বৃন্দাবন। আশ্চর্য!

কুসুম। আচ্ছা, এখন যাও—আর দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না।

বৃন্দাবন। সত্যি, ভারী আশ্চর্য লাগছে! একবারও মনে হ'ল না যে, আজ তুমি এই প্রথম কথা কইলে। যেন কত যুগযুগান্তর আমাকে তুমি এমনি শাসন ক'রে এসেছ—ভগবানের হাতে বাঁধা কি আশ্চর্য বাঁধন কুসুম!

কুসুম মুগ্ধদৃষ্টিতে বৃন্দাবনের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, তাহার পায়ের ধূলা লইল। বৃন্দাবন নীরবে বাহির হইয়া গেল। কুসুম তেমনি দৃষ্টি মেলিয়া তাহার যাওয়ার পথের দিকে তাকাইয়া রহিল

(নেপথ্যে) প্রৌঢ়া। "বৃন্দাবনের গলা শুন্‌লুম না বৌমা?"

বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন

প্রৌঢ়া। কোথায় গেল?

কুসুম। একটা কাজ সেরে, এখনি আসবেন বল্‌লেন।

প্রৌঢ়া অঞ্চল হইতে একজোড়া সোনার বালা ও প্রসাদী ফুল বাহির করিয়া কহিলেন

প্রৌঢ়া। তোমার তো স্নান হয়ে গেছে মা?

কুসুম। আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রৌঢ়া প্রসাদী ফুল তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন

প্রৌঢ়া। দেখি বৌমা তোমার হাত দুখানি। (দুহাতে বালা পরাইয়া দিয়া) আমার শাশুড়ীঠাকরুণ একদিন আমার হাতে এ দুগাছি যেমন ভাবে পরিয়ে দিয়েছিলেন, আমিও আজ, মা, ঠিক তেমনিভাবে তোমার হাতে পরিয়ে দিলুম। আশীর্বাদ করি মা, যেন সুখী হও! একটা শুভদিন দেখে যতক্ষণ না তোমায় ঘরে নিয়ে যেতে পারচি, ততক্ষণ আর আমার স্বস্তি নেই। সবই ভগবানের খেলা মা! নইলে বৃন্দাবনকে আবার বিয়ে করতে কত তো সেধেছি, কিন্তু কিছুতেই রাজী হয় নি। আর কবে তোমায় কোথায় চোখের দেখা দেখেছে, আর আমাকে গিয়ে বললে কিনা, মা, কুঞ্জদাদার বাড়িতে একবার যাও, তোমার নিজের বৌ-ই তো রয়েছে, তাকে নিয়ে এস না? কি বলব মা তোমাকে, আনন্দে আমার বুকখানা ফেটে যাবার মত হ'ল। এ তাঁর ইচ্ছে না হ'লে কি হয় মা! না মা, আর দাঁড়িয়ে থেকো না—রান্নার যোগাড় করতে যাও, নইলে ওদিকে আবার ফিরে যেতে রাত হয়ে যাবে।

কুসুম তাঁহার পায়ের ধূলা লইল

চতুর্থ দৃশ্য

বৃন্দাবনের বাড়ির ঠাকুর-ঘর

মধ্যাহ্ন হইতে আর বিশেষ বিলম্ব নাই। একটি বেদীর উপর গৌড়-নিতাই বিগ্রহ অধিষ্ঠিত। মেঝের উপর বসিয়া বৃন্দাবনের জননী মালা জপ করিতেছেন। বৃন্দাবনের পাঁচ-ছ' বছরের হৃষ্টপুষ্ট পুত্র চরণ ঠাকুরমার কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া আছে। বৃন্দাবন স্নান করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতে আসিল। প্রণাম শেষ করিয়া চরণকে বলিল

বৃন্দাবন। চরণ, স্নান ক'রে নাও গে, পাঠশালা বসতে তো বেশী দেরি নেই।

চরণ। (হাসিয়া) বাঃ, আমার তো স্নান হয়ে গেছে।

বৃন্দাবন। (হাসিয়া) ও, আমি বুঝতে পারি নি। তবে খাওগে যাও।

চরণ। (বায়না করিয়া) না, এখন আমি খাব না, আমি তোমার সঙ্গে খাব।

বৃন্দাবন। লক্ষ্মীছেলে! যা বল্‌চি, শোন।

চরণের প্রস্থান

বৃন্দাবনের জননী মালা জপ শেষ করিয়া, ঠাকুর প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিলেন

জননী। দেখ্‌, সকাল থেকে তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে। তোকে ডেকে পাঠালুম, শুনলুম, তুই নাকি বেরিয়ে গেছিস।

বৃন্দাবন। কি কথা মা?

জননী। হাঁরে, বৌমা কি তোর সঙ্গে বরাবরই কথা কয়?

বৃন্দাবন। কোন দিন নয় মা! তবে কাল বোধ করি বিপদে পড়েই—

জননী। সে ঠিক কথা বাছা। তার দোষ নেই; সবাই এমনিই। মানুষ বিপদে পড়্‌লেই তখন যথার্থ আপনার জনের কাছে ছুটে আসে। আমি তো মেয়েমানুষ, তবুও সে তার দুঃখের কথা আমাকে

জানায় নি, তোকেই জানিয়েচে। (হাসিয়া) কুঞ্জনাথের কথা কাল থেকে যতই মনে পড়চে, আমার খালি হাসি পাচ্চে। কি মজার লোক বল্ দেখি, তোকে নেমন্তন্ন ক'রে ঘুম থেকে উঠেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল—তারপর যা হয় তা হোক্।

বৃন্দাবন। কুঞ্জদা ঐ-রকমই লোক মা—কোন বিষয়ে হুঁস নেই।

জননী। শুনলুম, বৌমাকে সে ভারী ভয় করে—বড় ভাই হয়েও ছোট ভাইটির মতই আছে। এক-একজন রাশভারী মানুষ আছে বৃন্দাবন, তাদের ভয় না ক'রে থাকবার জো নেই—তা বয়সে বড়ই হোক্ আর ছোটই হোক্। আমার বৌমাও সেই ধাতের মানুষ—শান্ত, অথচ শক্ত। এমনি মানুষই আমি চাই, যে ভার দিলে ভার সইতে পারবে। তবেই তো আমি সংসার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে একবার বেরিয়ে পড়তে পারব। আমার কত দিনের সাধ, কাশী-বৃন্দাবন সব তীর্থগুলো একবার ঘুরে আসব, কিন্তু চরণকে ফেলে রেখে যে কোথাও আমি এক পা নড়তে পারি নে!

বৃন্দাবন। আর আমাকে ফেলে রেখে যেতে বুঝি তোমার ভাবনা হবে না?

জননী। না বাবা, সে কথা নয়! তোকে বলব কি বৃন্দাবন, একটি দিনের দেখায় বৌমাকে যে কি ভালবেসেচি, তা আমি তোকে মুখে বলতে পারব না—কাল থেকে কেবলি মনে হচ্চে, কতক্ষণে তাকে দেখ্‌ব। (খুব চঞ্চল হইয়া) শীগ্‌গির ঘরে আন্ বাছা, আমি মায়ের হাতে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হই।

বৃন্দাবন। সে আসবে কেন মা?

জননী। (নিঃসন্দিগ্ধ-কণ্ঠে) আস্‌বে বৈ কি! সে এলে তবে তো আমার ছুটি হবে। আমারই ভুল হয়েছে বৃন্দাবন, এতদিন আমি নিজে যাই নি। বালা দু'গাছি নিজের হাতে পরিয়ে দিতেই, বৌমা পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তখনই বুঝেছি, আমার মাথার ভার নেমে গেছে। তুই দেখিস্ দিকি, প্রথম যেদিন একটা ভাল দিন পাব, সেই দিনেই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আন্‌ব।

বৃন্দাবন। (ধীরভাবে) কিন্তু এসে তোমার বংশধরটিকে দেখ্‌বে তো?

জননী। দেখ্‌বে বৈ কি! সে ভয় আমার নেই। আমি সোনা চিনি বৃন্দাবন। তা নইলে আমার সংসারে তাকে আন্‌বার কথা আমার মনেই জাগত না। তবে বৌমাকে নিয়ে আসার আগে একটা কর্তব্য আমাকে করতে হবে, সেটা হচ্চে কুঞ্জনাথকে সংসারী করা। সে বেচারী বড়ই অসহায়—বৌমা চলে এলে তার কষ্টের আর অবধি থাকবে না। নিজের চোখেই তো সব দেখে এলুম, বড় দুঃখেই তাদের দিন কাটে। বৌমা খুব বুদ্ধিমতী ব'লেই একরকম চালিয়ে নেয়।

বৃন্দাবন। সে কথা ঠিক মা। কুঞ্জদা আর ফেরি ক'রে কত রোজগার করে! কিন্তু এ অবস্থায় কুঞ্জদা কি বিয়ে করতে রাজী হবে?

জননী। (হাসিয়া) ওরে, সেদিকটা কি আর আমি না ভেবেছি! নলডাঙ্গার গোকুল বৈরাগীকে তো জান্‌তিস—তার একটি মেয়ে আছে। তাকে আমার বেশ পছন্দ হয়। আর গোকুল বৈরাগী বিষয়-আশয় তো কিছু খারাপ রেখে যায় নি। একমাত্র মেয়ে, গোকুলের বিধবার মৃত্যুর পর ঐ মেয়েই তো সব পাবে।

বৃন্দাবন। তা ঠিক মা। কিন্তু কুঞ্জদার সঙ্গে কি বিধবা, মেয়ের বিয়ে দেবে?

জননী। সে বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাক্, আমার কথা সে ঠেল্‌তে পারবে না। তা ছাড়া, কুঞ্জনাথকে তো দেখ্‌তে খারাপ নয়—বয়সেও তোর চেয়ে দু'এক বছরের ছোট হবে—মেয়েটার সঙ্গে বেমানান হবে না।

বৃন্দাবন। তুমি ঠিকই ধরেছ মা। সেদিন কুঞ্জদা বললে, বৃন্দাবন, তোমার বয়স যদি পঁচিশ হয়, তাহলে তুমি আমার চেয়ে এক বছরের বড় মাত্র।

জননী। তাই-ই হবে। দেখ্, কাল খুব ভোরেই তুই গাড়ি

আনতে ব'লে দিস্, কালই আমি নলডাঙ্গায় যাব। এসব ব্যাপারে দেরি করাটা ভাল নয়। কি বল্?

বৃন্দাবন। (হাসিয়া) তা তো নিশ্চয়ই।

(নেপথ্যে) কুঞ্জ। "মা কি এখনো ঠাকুর-ঘরে নাকি" বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল

একি, কুঞ্জদা যে! এস এস, ব'সো। (কুঞ্জ জানু পাতিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া উঠিয়া, বৃন্দাবনের জননীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিতে, তিনি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন)

জননী। সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক্ বাবা, তোমার কথাই হচ্ছিল, ব'সো।

কুঞ্জ। (উপবেশন করিয়া) কি কথা মা?

বৃন্দাবন। কিন্তু আমি বড় আশ্চর্য হয়ে গেছি কুঞ্জদা! তুমি যে ঠিক এই সময়েই আস্‌তে পার, এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারি না!

জননী। এখন ও-কথা থাক্ বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এত শীগ্‌গির কুঞ্জদাকে বলা হবে না।

জননী। (কুঞ্জর প্রতি) হঠাৎ এ সময়ে যে কুঞ্জনাথ? বৌমা কিছু ব'লে পাঠিয়েছেন বুঝি?

কুঞ্জ যে প্রশ্নের জবাব না দিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল

কুঞ্জ। আচ্ছা মা, তোমার এ কি রকম ভুল? ধর, কুসুমের হাতে না প'ড়ে যদি আর কারও চোখে পড়ত, তা হ'লে কি সর্বনাশ হ'ত বল তো?

কথাটা জননী বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ উদ্বিগ্নমুখে চাহিয়া রহিলেন

বৃন্দাবন। ব্যাপারটা কি কুঞ্জদা?

কুঞ্জ। (জননীর প্রতি) আগে বল কি খাওয়াবে, তবে বল্‌ব।

জননী। (হাসিয়া) তা বেশ তো বাবা, এ তোমারই বাড়ি, কি খাবে বল?

কুঞ্জ। আচ্ছা, সে আর একদিন হবে, আজ আমাকে এখনি

বাড়ি ফির্‌তে হবে। বাপ রে! বোন নয় তো, যেন দারোগা। কাল রাত্রে বাড়ি ফিরতেই আমাকে বলে কিনা, একবার এখনি বাড়লে যাও—বিশেষ দরকার আছে। আমি তো কিছুতেই রাজী হলুম না, এই নিয়ে রাত্রে আমার সঙ্গে কত ঝগড়া। আবার যদি দেরি ক'রে ফিরি, তাহলে তো আর রক্ষে রাখ্‌বে না। আসবার সময় পই পই ক'রে ব'লে দিয়েছে, কাজ হলেই চলে আস্‌বে—কোথাও যেন দেরি ক'রো না।

জননী। (হাসিয়া) তা তো বল্‌বেই কুঞ্জনাথ, নিশ্চয় খুব দরকারী কথা ব'লে পাঠিয়েছে।

কুঞ্জ। দরকারী নিশ্চয়ই, কিন্তু কোন কথা নয় মা। আচ্ছা মা, তোমার কি কিছু হারায় নি?

জননী। (সন্দিগ্ধস্বরে) কৈ কিছুই তো হারায় নি!

কুঞ্জ হো হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; পরে নিজের চাদরেব মধ্যে হাত দিয়া এক জোড়া সোনার বালা মেলিয়া ধরিয়া বলিল

কুঞ্জ। তাহলে এটা তোমাদের নয় বল?

উচ্চহাস্য করিতে করিতে সে বালা জোড়াটি জননীর হাতে দিল। বৃন্দাবন এক মুহূর্ত সেদিকে চাহিয়া, জননীর দিকে চোখ ফিরাইয়া ভীত হইয়া উঠিল। এক মুহূর্তে তাঁহার মুখ মড়ার মত সাদা হইয়া গেছে। বৃন্দাবনের নিজের বুকের মধ্যে কি হইতেছিল, সে শুধু অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু নিজেকে সে প্রবল চেষ্টায় চক্ষের নিমেষে সামলাইয়া লইয়া, সহজ ও শান্তভাবে বলিল

বৃন্দাবন। মা, আমার বড় ভাগ্য যে, ভগবান আমাদের জিনিস আমাদেরই হাতে ফিরিয়ে দিলেন। এ তোমার হাতের বালা, সাধ্য কি মা যে সে পরে? কুঞ্জদা, চল আমারা বাইরে গিয়ে বসি গে।

কুঞ্জ সোজা মানুষ—ঘোর-প্যাঁচ সে বুঝিতে পারে না। তাই কুসুম যখন আজ আসবার সময় ম্লান মুখে বালা জোড়াটি হাতে করিয়া আনিয়া শুষ্ক মৃদু কণ্ঠে বলিয়াছিল, দাদা, কাল তাঁরা ভুলে ফেলে রেখে গেছেন, এটা তাঁদের দিয়ে এস, তখন সে তাহার মলিন মুখ লক্ষ্য করে নাই

বটে, কিন্তু সারাটা পথ শুধু ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এই হারানো জিনিস অকস্মাৎ ফিরিয়া পাইয়া, বৃন্দাবনের জননী কিরূপ সুখী হইবেন, তাহাকে কত আশীর্বাদ করিবেন। কিন্তু কৈ, সে রকম তো কিছুই হইল না? যাহা হইল, তাহা ভাল কি মন্দ, সে ঠিক ধরিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনটা ভারী খারাপ হইয়া গেল। আর বৃন্দাবন যেন তাহাকে তাহার জননীর সুমুখ হইতে বাহিরে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে চাহে, এমনি একটা লজ্জাকর অনুভূতি তাহার একেবারে বাক্‌রোধ করিয়া দিল। সে ফ্যাল্ ফ্যাল করিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল

কুঞ্জ। আজ তবে যাই ভাই।

বৃন্দাবন বিহ্বলের মত চাহিয়া বলিল

বৃন্দাবন। যাও, কিন্তু আর একদিন এস।

কুঞ্জ পা দু'টা যেন আর টানিতে পারিতেছে না, এমনি ভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল

বৃন্দাবন আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে জননীর পা দু'টা ধরিয়া বলিতে লাগিল

মা, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আমার জন্যেই তোমার এই অপমান হ'ল। উঃ, একেই স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করবার জন্যে, আমি তোমাকে সেধেছিলুম!

জননী যেন সমস্ত নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, পুত্রের এই কাতরোক্তি শুনিতে লাগিলেন

পঞ্চম দৃশ্য

কুঞ্জর বাড়ি

প্রাতঃকাল। কুঞ্জ দাওয়ায় বসিয়া ভাত খাইতেছে, পাশে কুসুম বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছে। হঠাৎ কুঞ্জ কুসুমের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল

কুঞ্জ। আজ তোর মুখটা এত ভার কেন? অসুখ-বিসুখ করে নি তো?

কুসুম। না।

কুঞ্জ। (ঘাড় নাড়িয়া) না বল্‌লেই কি হবে! কিছু একটা হয়েছে। কৈ, স্নান পর্যন্ত করিস নি তো।

কুসুম। আচ্ছা দাদা, তুমি বালা জোড়াটা মায়ের হাতে দিলে, আর তিনি তোমায় একটি কথাও বল্‌লেন না?

কুঞ্জ। তোর কি মনে হচ্চে, আমি তোকে মিথ্যে কথা বলেছি?

কুসুম। না, তা নয়, তবে কিনা—

কুঞ্জ। দেখ্‌ কুসি, আমিও বড় আশ্চর্য হয়ে গেছি! কাল পথে যেতে যেতে কত কথাই ভেবেছিলুম! মা সেটা পেয়ে আমাকে কত আশীর্বাদ করবেন—মেঠাই মোণ্ডা খাওয়াবেন, সে সব কিছুই নয়, বরং কি রকম যেন হয়ে গেলেন। তবে তোকে আমি হলফ ক'রে বল্‌তে পারি, অন্য কোথাও যদি এমনি ফেলে আসতেন, তাহলে সহজে ফিরে পেতেন না—ওঁদের ভাগ্য ভাল যে, আমাদের বাড়ি ফেলে গিয়েছিলেন। আচ্ছা, তোর কি মনে হয়, ইচ্ছে ক'রে আমাদের বাড়ি ফেলে রেখে, আমাদের পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছিলেন, আমরা ওটা চেপে যাই কিনা?

কুসুম। (অন্যমনস্কভাবে) তা হয়তো হতে পারে!

কুঞ্জ। (রাগিয়া উঠিয়া) কি বল্‌লি? হতে পারে। ওরা আমাদের এত ছোট মনে করে? যাচ্চি আজ আমি ওদের বাড়ি—কতবড় বড়লোক হয়েছে ওরা, তা আমি বুঝিয়ে দিয়ে আসব।

কুসুম। তুমি মিছে রাগ করুচ দাদা, ওঁরা তো আর সত্যি তা বলেন নি—তুমি নিজেই তো বলুচ।

কুঞ্জ। আমি অম্‌নি কথার কথা বল্‌চি, তুই যে বল্‌লি, হতে পারে—এ শুন্‌লে রাগ হয় না? তবে বৃন্দাবন কেন ও কথা বল্‌লে!

কুসুম। (উৎসুকভাবে) কি কথা দাদা? কৈ, তাঁর কথা তো তুমি আমায় কিছু বল্‌লে না?

কুঞ্জ। না, কাল আর তাড়াতাড়িতে তোকে ওটা বলা হয় নি দিদি। কাল আমার মনটাও ভাল ছিল না। কথাটা এমন কিছু না, তাহলেও বৃন্দাবনকে ভাল বল্‌তে হবে—সে তবু বল্‌লে। মা তো মুখে একটি কথাও বললেন না।

কুসুম। (কাতরভাবে) বল না দাদা, তিনি কি বললেন?

কুঞ্জ। হ্যাঁ, বৃন্দাবন একটু খুসীই হয়েছিল বল্‌তে হবে, তবে আমাকে কিছু বল্‌লে না, তার মাকে বললে—সাধ্য কি মা, যে-সে লোক তোমার বালা হাতে রাখতে পারে! আমার বড় ভাগ্য মা, তাই ভগবান আমাদের জিনিস আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে সাবধান ক'রে দিলেন—ও কি রে?—অমন চম্‌কে উঠ্‌লি কেন?

কুসুম। না, কিছু না। এ কথা তিনি বললেন?

কুঞ্জ। (রাগিয়া) তুই সব কথায় এমন অবিশ্বাস করচিস কেন বল্ তো? না বল্‌লে কি আমি বানিয়ে বল্‌চি? (ডালের বাটিটা পাতে ঢালিয়া, একটু মুখে দিয়া) আঃ, কি ছাই-ভস্ম রেঁধেছিস, ডালটা যে একেবারে পুড়ে গেছে। বলি, তোর হয়েছে কি বল্ না? খুলে বল্‌বি তো? মুখ ভার ক'রে থাক্‌লে কি বুঝব বল্ না! না বাপু, কাল থেকে তুই যেন কি রকম হয়ে গেছিস!

কুসুম নীরবে মাথা নীচু করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। কুঞ্জ খাওয়া শেষ করিয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিয়া, মুখ হাত ধুইয়া ধামা লইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল

কুসুম। আমি চললুম কুসুম, সদর দরজাটা বন্ধ ক'রে দে।

প্রস্থান

কুসুম ভিতর হইতে আসিয়া দাওয়া হইতে উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো লইয়া বাগানের দিকে চলিয়া গেল। বৃন্দাবন চরণের হাত ধরিয়া প্রবেশ করিয়া, উঠানে দাঁড়াইয়া 'কুঞ্জদা' 'কুঞ্জদা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কুসুম শশব্যস্তে মাথার আঁচল টানিয়া দিতে দিতে অলক্ষ্যে দাওয়ার নীচে দাঁড়াইল, এবং সব ভুলিয়া শিশুর মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এ যে তাহারি স্বামীর সন্তান, তাহা সে চিনিতে পারিল। চাহিয়া চাহিয়া

সহসা তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল, এবং উহাকে ছিনিয়া লইবার জন্য তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল, তথাপি সে সাড়া দিতে, পা বাড়াইতে না পারিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারো সাড়া না পাইয়া বৃন্দাবন আবার ডাকিল

বৃন্দাবন। কুঞ্জদা কই গো? কেউ বাড়ি নেই নাকি?

চরণ। জল খাবো বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েচে।

বৃন্দাবন। (বিরক্ত হইয়া) না, পায়নি, যাবার সময় নদীতে খাস্।

চরণ। এখানে নদী আছে বাবা?

কুসুম রান্নাঘরের ভিতর হইতে একখানি আসন আনিয়া দাওয়ার উপর পাতিয়া দিয়া, চকিতে কাছে আসিয়া চরণকে কোলে করিয়া নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উন্মুক্ত দরজার ঠিক কাছেই নিজের হাতে-বোনা একটি আসনে চরণকে বসাইয়া অজস্র চুম্বনে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। চরণ কাতর হইয়া বলিল

চরণ। আমার যে বড় জলতেষ্টা পেয়েচে।

কুসুম ঘরের ভিতর হইতে একটা রেকাবিতে দুটি নাড়ু ও এক গেলাস জল আনিয়া, একটি মিষ্টি তাহার হাতে দিয়া বলিল

কুসুম। আগে এটা খাও বাবা, তারপর জল খাবে।

চরণ। না, আমি খাব না, আমি জল খাব।

কুসুম। ছি বাবা, আমি যে মা হই।

চরণ। (বিস্মিত হইয়া) মা?

কুসুম। হ্যাঁ।

চরণ। তুমি মা হও!

কুসুম। হ্যাঁ। আমায় মা ব'লে ডাক্‌বে না?

চরণ খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল

চরণ। মা, তুমি আমাদের বাড়ি যাবে?

বৃন্দাবন। তোর জল খাওয়া হ'ল রে চরণ?

চরণ তাড়াতাড়ি জল খাইতে যাইতেছিল, কুসুম তাহার হাত হইতে গ্লাসটা কাড়িয়া লইয়া নিজেই তাহাকে মিষ্টি খাওয়াইতে লাগিল

ওকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও, নইলে ফির্‌তে আবার দেরি হবে। আমাকে গাড়িতে উঠ্‌তে দেখে ও আসবার জন্যে বায়না ধর্‌লে, তাই তো নিয়ে এলুম্।

কুসুম চরণকে জল খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিল

কুসুম। আজ চরণ আমার কাছে থাক্।

বৃন্দাবন দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া কহিল

বৃন্দাবন। ও থাক্‌তে পার্‌বে কেন? তা ছাড়া এখনও খায় নি, মা বড় ব্যস্ত হবেন।

কুসুম চরণের হাত ধরিয়া ঘরের কবাটের উপর দাঁড়াইয়া কহিল

কুসুম। না, ও থাকবে। আজ আমার বড় মন খারাপ হয়ে আছে।

বৃন্দাবন। মন খারাপ কেন?

কুসুম। সে কথা যাক্। তুমি গাড়ি ফিরিয়ে দাও।

বৃন্দাবন। (অবাক্ হইয়া) কেন?

কুসুম সে কথার উত্তর না দিয়া ঘরের ভিতর হইতে একখানা গামছা ও তেলের বাটি হাতে করিয়া লইয়া আসিয়া বৃন্দাবনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল

কুসুম। নদীতে স্নান ক'রে এস।

বৃন্দাবন। তার পরে?

কুসুম। খাবে।

বৃন্দাবন। তার পরে?

কুসুম। খেয়ে একটু ঘুমোবে।

বৃন্দাবন। তার পরে?

কুসুম। যাও, আমি জানি নে। এই গামছা নাও—আর দেরি ক'রো না।

কুসুম গামছাটা বৃন্দাবনের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বৃন্দাবন গামছাটা ধরিয়া ফেলিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস অলক্ষ্যে মোচন করিয়া শেষে কহিল

বৃন্দাবন। না, আমি আর বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারব না—আমাকে এখনি যেতেই হবে।

কুসুম। যেতেই হবে কেন? গাড়ি ফিরে গেলেই মা বুঝতে পারবেন।

বৃন্দাবন। ঠিক সেই জন্যেই গাড়ি ফিরে যায় নি—গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

শুষ্কমুখে ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া, মুখ তুলিয়া কুসুম বলিল

কুসুম। তা হ'লে আমি বলি, মায়ের অমতে এখানে তোমার আসাই উচিত হয় নি।

বৃন্দাবন। (সহজ ভাবে) আমি এমন হয়ে মানুষ হয়েছি কুসুম, যে, মায়ের অমতে এ বাড়িতে কেন, এ গ্রামেও পা দিতে পারতুম না। যাক্‌, যে কথা শেষ হয়ে গেছে, সে কথা তুলে কোন পক্ষেরই আর লাভ নেই—তোমারও না, আমারও না। এখন যে জন্যে এসেছি সেটা ব'লে নিই—মিছিমিছি দেরি ক'রে লাভ নেই।

কুসুম ম্লানমুখে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল

দেখ, মা কাল ঠাকুর-ঘরে ব'সে কুঞ্জদার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী ক'রে দেবেন ব'লে আমাকে জানিয়েছিলেন। কুঞ্জদা এ কথা শোনে নি, কারণ কুঞ্জদা তখনও আমাদের বাড়ি গিয়ে পৌঁছায় নি। আজ সকালে মেয়ের মায়ের কাছে তাঁর যাবার কথা ছিল। সকালে উঠেই কি ভেবে তিনি বললেন, এখন আর আমার নিজের মতে এটা পাকা করা উচিত হবে না, তাই তোমার মতটা আমাকে জানতে পাঠালেন। এখন তুমি যা বল্‌বে তাই হবে। মা যদি ঠাকুর-ঘরে ব'সে এ কথা না বলতেন, তাহলে আর আমাকে এখানে আসতে হ'ত না।

কুসুম। তোমরা উদ্যোগী হয়ে দাদার বিয়ে দেবে—আমি বাধা দিতে যাব কেন?

বৃন্দাবন। না, বাধার কথা হচ্ছে না। মায়ের ধারণা, তোমার মত না থাকলে কুঞ্জদা রাজী হবে না, নইলে কুঞ্জদা সম্বন্ধে মায়ের কোন ভাবনা নেই। তা ছাড়া, যেখানে বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে, তাদের অবস্থা বেশ ভাল—আর মেয়েটিও মায়ের পছন্দ হয়েছে। কুঞ্জদার আপত্তি থাকবারই বা কারণ কি থাকতে পারে? এখন আমি চললুম। কুঞ্জদাকে একবার আমাদের বাড়ি যেতে ব'লো। আয় চরণ, চলে আয়।

চরণ বৃন্দাবনের নিকট যাইতে উদ্যত হইলে, কুসুম তাহাকে সজোরে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল

কুসুম। ও এখন থাক্। এত বেলায় ওকে আমি না খাইয়ে যেতে দেব না।

চরণ। বাবা, মাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে না?

কুসুম আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বৃন্দাবন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল

বৃন্দাবন। চরণকে যে তুমি এর মধ্যে এতখানি বশ ক'রে ফেলবে এ আমি ভাবতেই পারি না।

কুসুম। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) ও শিশু—ও তোমার মত পাষাণ নয়।

বৃন্দাবন। (করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া) পাষাণই বটে! আয় চরণ, দেরি করিস্ নি।

চরণ আর পিতার কথা অমান্য করিতে পারিল না, জোর করিয়া কোল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পিতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল

এখন চললুম। কুঞ্জদাকে নিশ্চয় একবার পাঠিয়ে দিও।

চরণকে লইয়া বৃন্দাবনের প্রস্থান

কুসুম ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুঞ্জর বাড়ি

সকালবেলায় দাওয়ার উপর বসিয়া কুঞ্জ সাজগোজ করিয়া নূতন বার্নিশ করা জুতায় তেল মাখাইযা চক্‌চকে করিতেছে, কুসুম রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া কহিল

কুসুম। আবার আজও নলডাঙায় যাবে বুঝি?

কুঞ্জ। (নিজের মনে কাজ করিতে করিতে) হুঁ।

কুসুম। সেখানে এই তো সেদিন গিয়েছিলে দাদা। আজ একবার আমার চরণকে দেখে এসো। অনেকদিন ছেলেটার খবর পাই নি।

কুঞ্জ। অনেকদিন কি রকম! এই তো বিয়ের সময় এসে সে প্রায় ছ'সাত দিন থেকে গেল—তার ঠাকুরমা নিয়ে যাবার জন্য কত সাধাসাধি কর্‌লে—কিছুতেই গেল না—এমনি একগুঁয়ে ছেলে!

কুসুম। তোমার অত কথার দরকার নেই। তার জন্যে আমার মন বড় খারাপ হয়েছে, তাকে তুমি একবার দেখে এস।

কুঞ্জ। তোর সব তাতেই মন খারাপ হয়। আমি বল্‌চি, সে ভাল আছে। এখনও এক মাসও হয় নি, যায় নি। পরের ছেলেকে নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করাটা ভাল নয়—এটা তুই বুঝিস না কেন? তা ছাড়া, তারা হ'ল কুটুম—তাদের বাড়ি কি যখন-তখন যাওয়া চলে?

কুসুম। (রাগ করিয়া) খুব যাওয়া চলে—সে বিচার তোমায় কর্‌তে হবে না। তোমায় যা বল্‌চি, তুমি তাই কর—তাকে একবার দেখে এসো গে, শ্বশুরবাড়ি কাল যেয়ো।

কুঞ্জ। (গরম হইয়া) কাল গেলে কি ক'রে হবে? সেখানে একটি পুরুষমানুষ পর্যন্ত নেই। ঘর-বাড়ি, বিষয়-আশয় কি হচ্ছে

না হচ্ছে—সব ভার আমার মাথায়—আমি একা-মানুষ কত দিক সাম্‌লাব বল্ তো ?

কুসুম। (হাসিয়া ফেলিয়া) পার্‌বে সাম্‌লাতে দাদা। তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবারটি যাও—কি জানি কেন, সত্যিই তার জন্য বড় মন কেমন কচ্ছে।

কুঞ্জ। (রুক্ষস্বরে) আমি পারব না যেতে। বৃন্দাবন আমার বিয়ের সময় আসে নি কেন, এতই কি সে আমার চেয়ে বড়লোক যে, একবার আসতে পার্‌লে না, শুনি ?

কুসুম। (শান্তভাবে) তাঁর জ্বর হয়েছিল। তাঁর মা তো চরণকে নিয়ে এসেছিলেন, তবে আর তোমার রাগ কেন ?

বৃন্দাবন। রাগ হবে না! নলডাঙায় বসে আমার শাশুড়ী-মা খবর শুনে বললেন, জ্বরটর সব মিছে কথা বৃন্দাবন, ও সব চালাকি। জান্‌লি, মাকে ঠকানো সোজা কাজ নয়, তিনি ঘরে বসে রাজ্যের খবর দিতে পারেন। আমি তোকে ব'লে দিচ্চি কুসুম, তার মুখ পর্যন্ত আমি দেখতে চাই নে। নেমকহারাম কোথাকার !

কুসুম বজ্রাহতের মত কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল

কুসুম। নেমকহারাম তিনি! নুন তাঁকে সেই দিন বেশী ক'রে খাইয়েছিলে, যেদিন নেমন্তন্ন ক'রে এনে, ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। দাদা, তুমি এমন হয়ে যেতে পার, এ বোধ করি, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না। এই যে তুমি বিষয়-আশয় বল্‌চ, সে কার হ'তে ? কে তোমার বিয়ে দিয়ে দিলে ?

কুঞ্জ। কে কার বিয়ে দেয় ? মা বললেন, ফুল ফুট্‌লে কেউ আট্‌কাতে পারে না! বিয়ে আপনি হয়!

কুসুম। আপনি হয়। আর এই যে দোকান খুলে বসেছ, এ টাকাটা কে দিলে ? এটাও কি আপনি হয়েছে ?

কুঞ্জ। আমি কি বৃন্দাবনের মায়ের কাছে টাকা চাইতে গেছলুম ? তিনিই তো এখান থেকে যাবার দিন আমাকে ডেকে দু'শ টাকা দিয়ে বললেন, কুঞ্জনাথ, এই টাকাটা নাও বাবা, একটা মনিহারি

দোকান খুলবে, আর ফেরি করতে বেরিও না। আর তিনি যদি না-ই দিতেন, তুই কি ভেবেছিস, মা তাঁর জামাইকে আর ধামা মাথায় ক'রে ফেরি করতে দিতেন! না রে না, মার আমার সব দিকে নজর আছে। যে মাথায় একবার টোপর বসিয়েছি, সেই মাথায় আবার কখন ধামা বসান যায়! নলডাঙ্গার লোক শুনলে হাসবে না? মা কি এসব কথা জানেন না, তুই ভাব্‌চিস!

কুসুম। (স্বগত) ছি ছি, এ সব কথা যদি তাঁরা শুনতে পান! শুনলে, প্রথমেই তাঁদের মনে হবে, এ দুটি ভাই-বোন এক ছাঁচে ঢালা।

কুঞ্জনাথ নিজের মনে জুতা পরিষ্কার করিতে লাগিল

(কুঞ্জর প্রতি) ঘরে চাল-ডাল, নুন তেল সব ফুরিয়েছে, কৈ, আনলে না তো?

কুঞ্জ। কোথা থেকে আনব? দোকানে তো এক পয়সার বিক্রি নেই! নতুন দোকান—সহজে কি খদ্দের আসতে চায়? আর দু'শ টাকার—ঐ তো কটা মাল! তার উপর আজে-বাজেই কত খরচা হয়ে গেল।

কুসুম। আমার হাতেও তো একটি টাকাও নেই, তাহলে কি হবে?

কুঞ্জ। আমিই বা কি করব, বল্? দোকান করেছি, বিক্রিপাটা না হ'লে আমায় কি কর্‌তে বলিস্? আমি তো মাকে গিয়ে বল্‌তে পারব না—আমার সংসার খরচটা আমায় দিন। মা তো আমায় ব'লেই রেখেছেন—আমার ছেলে নেই, তুমিই আমার ছেলে বৃন্দাবন। আর জামাই আর ছেলে তো ভিন্ন নয়!

কুসুম। বুঝেছি! তাহলে তুমি ঘর-জামাই হয়ে থাকাই মতলব করেছ।

কুঞ্জ। আমার কথা বল্‌চিস কেন? এ তো মা-ই বলেছেন। বিষয়-আশয় সব ভাল ভাবে দেখতে হ'লে, আমার এখানে তো সব সময় প'ড়ে থাক্‌লে চল্‌বে না।

কুসুম। বেশ! তাহলে তুমি এখনি যাও—আর এ বাড়িতে এসো না।

কুঞ্জ। তুই মিছিমিছি রাগ কর্‌চিস কুসুম—আমি তো কালই ফিরব। তবে এবার থেকে সেখানে আমায় বেশীর ভাগ সময় থাকতে হবে, এইটাই তোকে বলতে চাইচি। তুই সব তাতেই মাথা গরম করিস্ কেন?

কুসুম। (কাঁদ কাঁদ হইয়া) আমায় একলা রেখে যেতে তোমার ভয় হয় না? লজ্জা হয় না!

কুঞ্জ। তুই অবাক্ কর্‌লি কুসুম! এখানে কি বাঘ-ভালুক আছে যে তোকে খেয়ে ফেলবে? বামুনপাড়া ব'লে কথা! চারিদিকে ভদ্রলোকের বাস! দিনের দিন তুই যেন কি রকম হয়ে যাচ্চিস। যত সব অনাছিষ্টি কথা! কোথায় তাড়াতাড়ি বেরুব, তা নয় ঝগড়া করতে এলি!

কুসুম নীরবে মেঝের উপর বসিয়া রহিল। কুঞ্জ তাহার প্রতি না চাহিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গিয়া, তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিয়া ক্ষণকাল কুসুমের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল

অন্যায় রাগ করলে, আমি কি কর্‌ব, বল্? আমায় তো কর্তব্য কাজ করতে হবে। আমি কালই ফিরব—তোকে কথা দিচ্চি।

প্রস্থান

গোপালের মা একটি বার-তের বছরের বালককে সঙ্গে করিয়া উঠানে আসিয়া, কুসুমকে দেখিতে পাইয়া কহিল

গোপালের মা। ও দিদি, তোমাদের যে এই ছেলেটি খুঁজছে। কুঞ্জদার নাম ক'রে বাড়ি খুঁজ্‌ছে দেখে আমি নিয়ে এলুম। চল্‌লুম দিদি।

প্রস্থান

কুসুম। তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ?

বালক। বাড়ল থেকে।

কুসুম। বাড়ল থেকে? এস এস, ব'সো।

ঘরের ভিতর হইতে একখানি আসন আনিয়া দাওয়ার উপর পাতিয়া দিল। বালকটি উপবেশন করিয়া তাহার মলিন জামার পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া কহিল

বালক। পণ্ডিত মশাই কুঞ্জ বৈরাগীকে এই চিঠিখানা দিয়েছেন।

কুসুম আগ্রহ সহকারে তাহার হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া মৃদু হাসিয়া কহিল

কুসুম। এ তো দাদার নামে নয়, এ যে আমার চিঠি। (চিঠিখানা খুলিয়া) তুমি পণ্ডিত মশাই কাকে বল্‌ছিলে ? কে তোমার হাতে চিঠি দিলে ?

বালক। (আশ্চর্য হইয়া) পণ্ডিত মশাই দিলেন !

কুসুম। পণ্ডিত মশাই কে ? তুমি চরণের বাপকে চেন ?

বালক। (হাসিয়া) তিনিই তো পণ্ডিত মশাই।

কুসুম। তাঁর কাছে তুমি পড় ?

বালক। আমি পড়ি, পাঠশালে আরো অনেক পোড়ো পড়ে।

কুসুম। তোমাদের মাইনে কত ?

বালক। মাইনে তো দিতে হয় না। গ্রামের সব গরীব ছেলেকে পণ্ডিত মশাই নিজে বই শ্লেট, পেন্‌সিল সব কিনে দেন।

কুসুম। চরণ তোমাদের সঙ্গে পড়ে ?

বালক। হ্যাঁ। চরণ খুব ভাল ছেলে—খুব নামতা মুখস্থ বল্‌তে পারে।

কুসুম। তুমি কি বই পড় ?

বালক। আমি অনেক দিন পড়চি কিনা, তাই পণ্ডিত মশাই এখন আমায় ইংরিজী ফার্স্ট বুক কিনে দিয়েছেন।

কুসুম। কে তোমাকে ইংরিজী পড়ায় ?

বালক। কেন ? পণ্ডিত মশাই ! তিনি তো গ্রামের দুর্গাদাস মাস্টার মশাইয়ের কাছে রোজ রাত্রে ইংরিজী পড়েন। তিনি আর আমাকে পড়াতে পারবেন না ?

কুসুম। (মৃদু হাসিয়া) না, আমি সে কথা বলি নি! আচ্ছা, তুমি ব'সো, আমি এক্ষুনি আসচি।

বালক। পণ্ডিত মশাই ব'লে দিয়েছেন তাড়াতাড়ি ফিরতে।

কুসুম। একটুও দেরি হবে না—আমি যাব আর আসব।

কুসুম ভিতরে গিয়া একটি রেকাবিতে দুটি মোণ্ডা ও এক গ্লাস জল লইয়া আসিয়া কহিল

মিষ্টিটুকু তুমি খাও। আমি এখনি আসচি।

বালক মিষ্টি খাইতে লাগিল। কুসুম ঘরের ভিতর গিয়া খানিকক্ষণ পরে একখানা চিঠি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল

এই চিঠিখানা চরণের বাবাকে দিও।

চিঠি লইয়া বালকের প্রস্থান

কুসুম দাওয়ার উপর বসিয়া বৃন্দাবনের লেখা চিঠিখানা চোখের সামনে খুলিয়া উদাসভাবে বসিয়া রহিল। তাহার বাল্য সখী মকর আসিয়া যে দাওয়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। মকর পরিহাসচ্ছলে কহিল

মকর। তবে, ফিরে যাই!

কুসুম। একি, মকর! কবে এলি? আয়, ব'স্!

মকর। খবরটা তাহলে মিথ্যে নয় দেখ্‌চি, চিঠি পর্য্যন্ত এসে গেছে!

কুসুম। এ কার চিঠি, তুই কি ক'রে জান্‌লি?

মকর। তোর ঐ উদাসকরা দৃষ্টি আমায় জানিয়ে দিলে—এ চিঠি সহজ চিঠি নয়—এর মধ্যে আগুন আছে। বল্, ঠিক বলেছি কিনা?

কুসুম। কেন তোর সন্দেহ থাকে—এই দেখ্।

মকর। (চিঠি পড়িতে পড়িতে) বাবাঃ, এ বড় চতুর নাগর দেখ্‌চি। ধরা ছোঁয়া দিতে চায় না। "তোমার দাদাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে ব'লো—দরকার আছে।—বৃন্দাবন।" তোকে একটা সম্বোধন পর্য্যন্ত করে নি। তাই বুঝি তোর দুঃখ হয়েছে—

অমন উদাস দৃষ্টিতে বসেছিলি! বুঝেছি! তা, মার কাছে যে শুনলুম, এদিকে একদিন এসে তোর শ্রীহস্তের রান্না খেয়ে গেছেন! তবে আর এত লজ্জাটা কিসের? আচ্ছা, সত্যি বল্ তো, কি ব্যাপার?

কুসুম। কথা একটা উঠেছিল বটে, কিন্তু—

মকর। কিন্তু কি? খুলেই বল্ না।

কুসুম। (বিমর্ষভাবে) আমারই একটা ভুলে তা হ'ল না!

মকর। তোর নিজের ভুলে? কি রকম?

কুসুম। তাঁর মা আমার হাতে এক জোড়া সোনার বালা পরিয়ে দিয়েছিলেন, আমি অভিমান ভরে তা ফেরত দিয়ে দিয়েছি।

মকর। এ কি করেছিস্ গঙ্গাজল, এমন ভুলও করে!

কুসুম। ভাগ্য, মকর, ভাগ্য! নইলে এ দুর্মতি কেন আমার হবে! কিন্তু চরণকে যে আমি কি ক'রে না দেখে থাকব, তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারচি নে! তোকে বল্‌ব কি মকর, যেদিন প্রথম তাঁর সঙ্গে ছেলেটাকে দেখি—কে যেন আমার বুকের মধ্যে বল্‌তে লাগল ঐ, ঐ, ঐ তোর ছেলে! ছুটে গিয়ে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে বুকের উপর চেপে ধরলুম। মকর, চরণকে ছেড়ে আমি কি ক'রে বাঁচব!

মকর। আমার একটা কথা রাখ্‌বি?

কুসুম। কি?

মকর। চরণের বাপকে ডেকে এনে তোর মনের কথা সব বল্, এতে কোন লজ্জা নেই। হাজার হোক্, তিনি তোর স্বামী। তাঁর কাছে তোর মান-অপমানের কোন বালাই নেই।

কুসুম। চরণের জন্যে শেষ পর্যন্ত হয়তো তাই আমাকে করতে হবে!

মকর। তাই কর্ গঙ্গাজল—তাই কর্। তোর সব দিকে ভাল হবে!

কুসুম। তুই এসে পর্যন্ত নিজের কথাই বল্‌চি—আমি কি স্বার্থপর দেখ্।

মকর। আমার কথার সময় তো আর পালিয়ে যাচ্চে না। আমি এখন বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছি।

কুসুম। বেশ করেছিস! কতদিন যে তোকে দেখি নি! চ' তোকে একটু এগিয়ে দিই।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুঞ্জর বাড়ি

প্রাতঃকাল। দাওয়ার উপর একখানি সতরঞ্চির উপর বসিয়া চরণ নিবিষ্টচিত্তে স্লেটের উপর লিখিতেছে। পাশে তাহার খানকয়েক পড়িবার বই রহিয়াছে। কুসুম এক গেলাস দুধ হাতে করিয়া প্রবেশ করিল এবং চরণের পাশে বসিয়া বলিল

কুসুম। আগে দুধটুকু খেয়ে নাও, তারপর পড়বে।

চরণ। (গেলাসের দিকে চাহিয়া) এত দুধ আমি খাই না।

কুসুম। তা হোক্, খেয়ে নাও।

চরণ। আচ্ছা মা, তুমি যে কাল বল্‌লে, সকালবেলায় টাকাগুলো সব গুনে নেবে?

কুসুম। (হাসিয়া) কৈ, বলেছিলুম নাকি?

চরণ। বাঃ, এর মধ্যে তুমি ভুলে গেলে?

কুসুম। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েচে, বলেছিলুম বটে। তুমি দুধটুকু খেয়ে নাও, আমি পুঁটুলিটা আন্‌চি।

কুসুম উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটি ছোট পুঁটুলি আনিয়া চরণের পাশে রাখিল। চরণ পুঁটুলিটা খুলিয়া একখানা দশ টাকার নোট তুলিয়া বলিল

চরণ। এটা দশ টাকার নোট তো মা? তাহলেই এই দেখ, চারখানা দশ টাকার নোট, আর এই দশটা টাকা।

কুসুম। কত হ'ল চরণ?

চরণ। বাঃ, এ বুঝি আর আমি জানি না? পঞ্চাশ টাকা হ'ল।

কুসুম। ঠিক বলেচ, পঞ্চাশ টাকা! কে দিয়েচে, না চরণ!

চরণ। বাঃ, আমি দিয়েচি, বল্‌চ কেন? বাবা তো দিয়েছেন।

কুসুম। আমি তো তোমার হাত থেকে পেয়েছি, তাহলে, তুমি আমায় দিলে না?

চরণ। বাবা যে (আঙুল দিয়া দেখাইয়া) এইখানে দাঁড়িয়ে আমায় বল্‌লেন, চরণ, এই পুঁটুলিটা নিয়ে তোমার মায়ের হাতে দেবে—আমি আর যাব না, আমি বাড়ি যাচ্চি, আমার কাজ আছে। মধু তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আবার এখনি ফিরে আসবে। জান মা, মধুটা একেবারে বোকা। কাজ-কর্ম সব গোলমাল ক'রে ফেলে। ঠাকুরমা বলেন, মধু আর জন্মে গাধা ছিল।

কুসুম। (স্বগত) বাড়ির এত কাছে এসেও চলে গেলেন! বাড়ি ঢুক্‌লেন না! কেন? আমি যাই ব'লে থাকি না কেন, তিনি তো জানেন, আমি তাঁর ধর্মপত্নী। তবে কেন তিনি আমার অন্যায় স্পর্ধা গ্রাহ্য করবেন? চিঠি লিখেছিলুম, তাই দয়া ক'রে চরণকে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

চরণ কুসুমের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল

চরণ। তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ মা?

কুসুম চরণকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল

কুসুম। কাকে বেশী ভালবাসিস্‌, বল্‌ তো চরণ? তোর বাবাকে, না আমাকে?

চরণ। তোমাকে মা!

কুসুম। বড় হয়ে তোর মাকে খেতে দিবি চরণ?

চরণ। হ্যাঁ, দেব।

কুসুম। (স্বগত) আমার কিসের ভয়! আমার ছেলে আছে, আর কেউ আশ্রয় না দিক্‌, সে দেবেই!

চরণ। ছেড়ে দাও মা, লাগ্‌চে।

কুসুম তাহাকে আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া দিল

আমি আর পড়ব না মা, বই স্লেট সব তুলে রাখি।

চরণ ঘরের মধ্যে বই স্লেট রাখিয়া বাহিরে আসিয়া কুসুমকে গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল

চরণ। কি ভাব্‌চ মা?

কুসুম। (নিজেকে সহজ করিয়া) কিছু নয় বাবা।

কুঞ্জ ও তাহার শাশুড়ীর (গোকুলের বিধবা) প্রবেশ। শাশুড়ীর বয়স চল্লিশ পূর্ণ হয় নাই। পরনে থান কাপড়, মুখে তিলকের ছাপ, কণ্ঠে মালা, কিন্তু গলায় সোনার হার, কানে মাকড়ি, বাহুতে তাগা এবং বাজু। তাঁহার হাতে একটি পুঁটুলি, তাহাতে তাঁহার পান-দোক্তার ও তিলক-সেবার সব সরঞ্জাম। কুসুমের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া কুঞ্জকে বলিলেন

শাশুড়ী। এই কুসুম বুঝি?

কুঞ্জ। হ্যাঁ মা, আমার বোন।

কুসুম আসিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিতে, চরণও তাহার দেখাদেখি প্রণাম করিল

শাশুড়ী। এ ছেলেটিকে কোথায় দেখেচি যেন।

চরণ। আমি চরণ। ঠাকুরমার সঙ্গে আপনাদের বাড়িতে মামা-বাবুর মেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম।

কুসুম সস্নেহে হাসিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল

কুসুম। ছি, বাবা, বল্‌তে নেই! মামিমাকে দেখতে গিয়েছিলুম বল্‌তে হয়।

শাশুড়ী। বেন্দা বোষ্টমের ছেলে বুঝি? এক ফোঁটা ছোঁড়ার কথা দেখ!

দারুণ বিস্ময়ে কুসুমের হাসি-মুখ কালি হইয়া গেল। সে একবার দাদার মুখের প্রতি চাহিল, একবার এই নিরতিশয় অশিক্ষিতা অপ্রিয়বাদিনীর মুখের প্রতি চাহিল

(কুসুমের প্রতি) হ্যাঁ গা, তোমার গলায় মালা নেই, তিলক-সেবাও কর নি, কি রকম বোষ্টমের মেয়ে তুমি বাছা?

কুসুম। আমি ওসব করি নে।

শাশুড়ী। করিনে, বল্‌লে চল্‌বে কেন? লোকে তোমার হাতে জল পর্য্যন্ত খাবে না যে!

কুসুম। আপনার তা হ'লে আলাদা রান্নার যোগাড় ক'রে দি?

শাশুড়ী। আমি আপনার লোক, তোমার হাতে না হয় খেতে পারি—কিন্তু পরে খাবে না তো। তবে আমার জন্যে তোমায় রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে না—আমি এখনি যাব।

কুঞ্জ। চরণ কখন এল কুসুম?

কুসুম। কাল সন্ধ্যার সময়।

কুঞ্জ। বৃন্দাবন নিজে দিয়ে গেল?

কুসুম। না, চাকর দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

শাশুড়ী। এই শুনি, বেন্দা বোষ্টম আর নেবে না, কিন্তু ছেলে-চাকর পাঠিয়ে দিয়েচে তো?

কুঞ্জ। (আশ্চর্য হইয়া) তুমি কোথায় শুন্‌লে মা?

শাশুড়ী। (গাম্ভীর্যের সহিত) আমার আরও চারটে কান আছে। তা সত্যিকথা বাছা। তারা এত সাধাসাধি কর্‌লে তবু তোমার বোন রাজী হ'ল না। লোকে নানা কথা বল্‌বেই তো। পাড়ায় পাঁচজন ছেলে-ছোক্‌রা আছে, তোমার বোনের এই সোমত্ত বয়স, এমন কাঁচা সোনার রঙ—কথায় বলে, মন না মতি, পা ফস্‌কাতে, মন টল্‌তে কতক্ষণ বাছা?

কুঞ্জ। সে ঠিক কথা মা।

কুসুম। (ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া) তুমি মানুষ, না জানোয়ার?

যত বয়স হচ্চে ততই বুদ্ধিশুদ্ধি সব তোমার একেবারে লোপ পেয়ে যাচ্চে দাদা !

শাশুড়ী। দাদার ওপর রাগ করলে কি হবে? দাদাকে ঢাক্‌লেই তো আর লোকের চোখ ঢাকা পড়বে না বাছা? এই যে তুমি নদীতে স্নান ক'রে, ভিজে কাপড়ে চুল এলিয়ে দিয়ে রাস্তা দিয়ে আস—এ কি মিছে কথা? তোমার দাদাই বুকে হাত দিয়ে বলুক না, তোমার এই চেহারা দেখলে মুনির মন টলে কিনা?

কুসুম। (চিৎকার করিয়া) তোমার পায়ে পড়ি দাদা, তুমি ওঁকে এখান থেকে নিয়ে যাও। আমার চরণের সাম্‌নে এ সব নোংরামি আমি সহ্য করব না।

দ্রুতগতিতে চরণের হাত ধরিয়া কুসুম রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। কুঞ্জ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার শাশুড়ী মুখ কালিবর্ণ করিয়া বলিলেন

শাশুড়ী। ভাগ্যিস এসেছিলুম, তাই তো তোমার বোনের পরিচয় পেলুম! মেয়েছেলে নয় তো, যেন সেপাই! এই বোনের সঙ্গে তুমি আমার ব্রজেশ্বরীকে শ্বশুরঘর কর্‌তে বল? রাধামাধব! শোন কুঞ্জনাথ, যে জন্যে এসেছিলুম তা আমার হয়ে গেছে। এখানে আমার ব্রজেশ্বরী পা ধুতেও আস্‌বে না। এখন থেকে তুমি আমার বাড়িতে থাক্‌বে—বোন আগ্‌লে ব'সে থাকলে চল্‌বে না।

কুঞ্জ। (কুণ্ঠিতভাবে) কিন্তু মা, কুসুমের ওপর তুমি রাগ ক'রো না—ওর একটুতেই মাথা গরম হয়ে যায়।

শাশুড়ী। খুব হয়েছে! আর বোনের হয়ে ওকালতি করতে হবে না—এখন চল।

শাশুড়ী হন্‌ হন্‌ করিয়া কুঞ্জর অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। কুঞ্জ তাঁহার পিছু পিছু যাইতে উদ্যত হইলে, কুসুম রান্নাঘর হইতে আসিয়া কহিল

কুসুম। [মৃদু কণ্ঠে [এক্ষুনি যাবে দাদা? আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না, দুটো খেয়ে যাও না?

কুঞ্জ। (মুখখানা বিকৃত করিয়া) যা ভেবেচি তাই। অমনি পেছু ডেকে বস্‌লি?

কুসুম। (জ্বলিয়া উঠিয়া) তোমার ভয় নেই দাদা, তুমি মর্‌বে না। না হ'লে আজ পর্য্যন্ত যত পেছু ডেকেচি, মানুষ হ'লে মরে যেতে।

কুঞ্জ। আমি মানুষ নই?

কুসুম। না। কুকুর-বেরালও নও—তারাও তোমার চেয়ে ভাল—এমন নেমক্‌হারাম নয়।

কুঞ্জ। আমি নেমক্‌হারাম! তোর যা মুখে আসে, তুই তাই আমাকে বলিস্! কেন তুই আমার শাশুড়ীকে অপমান কর্‌তে গেলি! এখন কি ক'রে তাঁর রাগ থামাই বল্ দিকি?

কুসুম। (হাসিয়া ফেলিয়া) তাঁর পা ধুয়ে জল খেও, তাহলেই তাঁর রাগ পড়ে যাবে। সত্যি দাদা, তুমি যে এমন হয়ে যেতে পার, এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল।

কুঞ্জ। আমি তোর কোন কথা আর শুনব না—এই আমি চল্‌লুম।

কুসুম। যাও না। আমায় তুমি কি ভয় দেখাও? আমার চরণ আছে!

কুঞ্জ। চরণ আছে! চরণ তোকে খেতে দেবে!

কুসুম। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, দেবে। চরণ আমার তেমন ছেলে নয়!

কুঞ্জ। ও, সেই জোরে তুই বুঝি আমার শাশুড়ীকে অপমান কর্‌লি?

কুসুম। যাও যাও, ছুটে যাও, আর দাঁড়িয়ে তর্ক ক'রো না—শেষে কি তিনি রাস্তার ওপর একটা কাণ্ড বাধাবেন! হ্যাঁ, অনেক পুণ্য করেছিলে দাদা, তাই অমন শাশুড়ী পেয়েচ। মাগো! সাজ-সজ্জা দেখলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে! যেমন তিলকের বাহার, তেম্‌নি গয়নার বাহার

কুঞ্জ। আচ্ছা, আচ্ছা, তোর শাশুড়ী তো ভাল!

কুসুম। ভাল কিনা, নিজের চোখেই তো দেখেচ দাদা,—কিসে আর কিসে?

দ্বারমুখী হইয়া কুঞ্জর শাশুড়ী পুনরায় প্রবেশ করিয়া চিৎকার করিলেন

শাশুড়ী। হাঁ কুঞ্জ, তোমার আক্কেলখানা কি বল দিকি? আমি যে রাস্তায় এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি, সে খেয়াল বুঝি নেই? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোনের সঙ্গে আধিক্যেতা করা হচ্ছে। চ'লে এস এখনি!

কুঞ্জ শশব্যস্তে শাশুড়ীর সঙ্গে বাহির হইয়া গেল
কুসুম ঘৃণাভরে সেইদিকে চাহিয়া রহিল

তৃতীয় দৃশ্য

কুসুমের শয়নকক্ষ

অপরাহ্ণ। একটি তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা। বিছানার উপর কুসুম পা পর্যন্ত একটি চাদর চাপা দিয়া বসিয়া, অদূরে একটি চৌকির উপর গোপালের মা বসিয়া

কুসুম। চিঠিখানা তুমি তো তাঁর হাতেই দিয়েছিলে?

গোপালের মা। হাঁ। তিনি বাড়ি থেকে রাস্তায় এসে পড়েছেন, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি চিঠিখানা ওপর থেকে পড়েই বল্‌লেন, কুঞ্জদার বাড়ির চিঠি। আচ্ছা, তুমি যাও।

কুসুম। সেই যে চরণ গেছে, আর কোন খবরই নেই। এতদিন চিঠি পেয়ে যখন চরণকে একবার পাঠালেন না, তখন আর বোধ হয় চরণকে পাঠাবেন না। দাদাও যে সেই শ্বশুরবাড়ি গেছেন, ফেরবার আর নাম নেই। কি ভাগ্যই করেছিলুম!

(নেপথ্যে) কড়া নাড়ার শব্দ

দেখ তো গোপালের মা, কে যেন কড়া নাড়চে?

গোপালের মা ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া বৃন্দাবনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে দেখিয়া কুসুম বিছানা হইতে নামিয়া আসিল। গোপালের মা প্রস্থান করিল। কুসুম বলিল

কুসুম। এস, ব'সো।

বৃন্দাবন চৌকির উপর উপবেশন করিল

কুসুম গলায় আঁচল দিয়া তাহার পদধূলি লইল

বৃন্দাবন। ব্যাপার কি? ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?

কুসুম নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

দাদার সঙ্গে দেখা করতে চিঠি লিখেছিলে, কৈ তিনি?

কুসুম। (রুদ্ধ স্বরে) মরে গেছে।

বৃন্দাবন। আহা, মরে গেল? কি হয়েছিল?

কুসুম। (জ্বলিয়া উঠিয়া) দেখ, তামাসা ক'রো না। দেহ আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্চে, এখন ওসব ভাল লাগে না। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েচি ব'লে কি এম্‌নি ক'রে তার শোধ দিতে এলে?

কাঁদিয়া ফেলিল

বৃন্দাবন। ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?

কুসুম। (চোখ মুছিয়া ভারী গলায়) না এলে আমি বলি কাকে? আগে বরং নিজের কাজেও এদিকে আস্‌তে যেতে, এখন ভুলেও আর এ পথ মাড়াও না।

বৃন্দাবন। ভুল্‌তে পারি নি ব'লেই মাড়াই নে, পারলে হয় তো মাড়াতুম। যাক্‌, কি কথা?

কুসুম। এমন ক'রে তাড়া দিলে কি বলা যায়?

বৃন্দাবন। (হাসিয়া ফেলিয়া, শান্তকণ্ঠে) তাড়া দিই নি, ভাল ভাবেই জান্‌তে চাচ্চি। যেমন ক'রে বল্‌লে সুবিধে হয়, বেশ তো, তুমি তেমনি করেই বল না।

কুসুম। আচ্ছা বল্‌চি। আগে বল, চরণকে এতদিনের মধ্যে একবারও পাঠাও নি কেন? নিজে না হয় না আসতে পার, কিন্তু তার কাছে তো আমি কোন দোষ করি নি—সে তো আমার ছেলে!

বৃন্দাবন। দেখ, ঠিক এই জন্যেই তাকে এখানে পাঠাই নি। কি যে তুমি তাকে করেছ, বেশ বুঝতে পারি, সে আর তার ঠাকুরমার কাছে থাকতে চায় না—এখানে থাক্‌লেই যেন তার ভাল হয়। তুমিই বল, এটাকে প্রশ্রয় দেওয়া কি মঙ্গল হবে?

কুসুম। (বিষাদের সুরে) ও! কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার আছে—আমি চুল এলো ক'রে পথে ঘাটে রূপ দেখিয়ে বেড়াই, এ কথা কে রটিয়েছিল?

বৃন্দাবন ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া রহিল, পরে বলিল

বৃন্দাবন। আমি। তারপরে?

কুসুম। তুমি রটাবে এমন কথা আমি বলি নি, মনেও ভাবি নি, কিন্তু—

বৃন্দাবন। কিন্তু সে দিন বলেওছিলে, ভেবেওছিলে। আমি বড়লোক হয়ে শুধু তোমাদের জব্দ করবার জন্যেই মাকে নিয়ে খেতে এসেছিলুম—সে পেরেছি আর আজ পারিনে? সে অপরাধের সাজা আমার মাকে দিতে তুমিও ছাড় নি!

কুসুম নিরতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিল

কুসুম। আমার কোটি কোটি অপরাধ হয়েচে! তখন তোমাকে আমি চিনতে পারি নি।

বৃন্দাবন। এখন পেরেচ?

কুসুম চুপ করিয়া রহিল। বৃন্দাবনও চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল

ভাল কথা, আসবার সময় দেখলুম একটা কুকুর রান্নাঘরে ঢুকে তোমার হাঁড়ি-কুড়ি রান্নাবান্না সমস্ত যে মেরে দিয়ে গেল!

কুসুম। (কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া) যাক্ গে। আমি তো খাবো না—আগে জানলে রাঁধতেই যেতুম না।

বৃন্দাবন। আজ একাদশী বুঝি?

কুসুম। (ঘাড় হেঁট করিয়া) জানি নে। ও সব আমি করি নে।

বৃন্দাবন। কর না?

কুসুম নিরুত্তর

আগে করতে, হঠাৎ ছাড়লে কেন?

কুসুম। (উত্যক্ত হইয়া) করি নে, আমার ইচ্ছে ব'লে। জেনে শুনে কেউ নিজের সর্বনাশ করতে চায় না, সেই জন্যে। দাদার ব্যবহার অসহ্য হয়েছে, কিন্তু সত্যি বল্‌চি, তোমার ব্যবহারে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে কর্‌চে।

বৃন্দাবন। সেটা ক'রো না। আমার ব্যবহারের বিচার পরে হবে, না হ'লেও ক্ষতি নেই, কিন্তু দাদার ব্যবহার অসহ্য হ'ল কেন?

কুসুম। (ভীষণ উত্তেজনার সঙ্গে) সে আর এক মহাভারত—তোমাকে শোনাবার আমার ধৈর্য নেই। মোট কথা, তিনি নিজের বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে আর আমাকে দেখতে শুনতে পারবেন না—তাঁর শাশুড়ীর হুকুম নেই। খেতে পরতে দেওয়া বন্ধ করেচেন, চরণ তার মায়ের ভার না নিলে অনেকদিন আগেই আমাকে শুকিয়ে মরতে হ'ত। এখন আমি (ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া) তোমাদের সম্পূর্ণ গলগ্রহ। তাই একদিন, একদণ্ডও এখানে আর থাকতে চাই নে।

বৃন্দাবন। (সহাস্যে) তাই থাকতে ইচ্ছে নেই? তাই এই কথাটা জানাবার জন্যে আমাকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছ? তা বেশ। দেখ, চরণ তার মায়ের ভার নিশ্চয়ই নেবে। কিন্তু কোথায় থাক্‌তে চাও তুমি?

কুসুম। (নতমুখে) কি ক'রে জান্‌ব? তাঁরাই জানেন।

বৃন্দাবন। তাঁরা কে?—আমি?

কুসুম মৌনমুখে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল

সে হয় না। আমি তোমার কোন বিষয়েই হাত দিতে পারি নে! পারেন শুধু মা। তুমি যেমন আচরণই তাঁর সঙ্গে ক'রে থাক না কেন, চরণের হাত ধ'রে যাও তাঁর কাছে, চরণকে আমি পাঠিয়ে দেব—উপায় তিনি ক'রে দেবেনই। কিন্তু, তোমার দাদা?

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মুছিয়া বলিল

কুসুম। বলেছি তো আমার দাদা মরে গেছেন। কিন্তু কি ক'রে আমি ভিক্ষুকের মত যাব?

বৃন্দাবন। তা আমি জানি নে, কিন্তু পার্‌লে ভাল হ'ত। এ ছাড়া আর কোন সোজা পথ আমি দেখতে পাই নে।

কুসুম ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল

কুসুম। আমি যাব না।

বৃন্দাবন। খুশি তোমার।

এই কথা শুনিয়া কুসুম সত্যই মনে মনে ভীত হইযা উঠিল, এবং বৃন্দাবন আর কিছু বলে কিনা, শুনিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু বৃন্দাবন আর কিছু বলিল না। তখন সে অতিশয় নম্রভাবে কহিল

কুসুম। কিন্তু এখানেও যে আমার দাঁড়াবার স্থান নেই। আমি দাদার দোষও দিতে চাইনে, কেন না, নিজের অনিষ্ট ক'রে পরের ভাল না করতে চাইলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু তুমি তো অমন ক'রে ঝেড়ে ফেলে দিতে পার না?

বৃন্দাবন। আমি এখন চললুম, তোমার ইচ্ছে হ'লে যেয়ো। আমার বিশ্বাস ও-বাড়িতে চরণের হাত ধ'রে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে, তোমার খুব মস্ত অপমান হ'তো না!

বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়াইল

কুসুম। আজ সমস্তই বুঝলুম! আমার এত বড় দুঃখের কথা মুখ ফুটে জানাতেও যখন এমনি ভাবে চলে যেতে চাইছ, তখন তোমাকে বলবার বা আশা করবার আর কিছু নেই। তবু আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, বল, সত্যি জবাব দেবে?

বৃন্দাবন। দেব। আমি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করি নি, বরং তুমিই নিতে বারংবার অস্বীকার করেচ।

কুসুম। (দৃঢ়কণ্ঠে) মিছে কথা। আমার কপালের দোষে কি সে দুর্মতি হয়েছিল, মার মনে আঘাত দিয়ে একবার গুরুতর অপরাধ

ক'রে আমার মা, স্বামী, পুত্র, ঘরবাড়ি সব থাকতেও আজ আমি পরের গলগ্রহ, নিরাশ্রয়। আচ্ছা, যত অপরাধই ক'রে থাকি না কেন, তবু তো আমি সে বাড়ির বৌ। কি ক'রে সেখানে আমাকে ভিখারীর মত পাঠাতে চাচ্চ? তুমি আর কোন সোজা পথ দেখতে পাও না?

বৃন্দাবন। না।

কুসুম। কেন পাও না জান? আমরা বড় দুঃখী, আমার মা, ভিক্ষা ক'রে আমাদের ভাই-বোন দু'টিকে মানুষ করেছিলেন, দাদা উঞ্ছবৃত্তি ক'রে দিনপাত করেন, তাই তুমি ভেবেচ ভিখিরীর মেয়ে ভিখিরীর মতই যাবে, সে আর বেশী কথা কি! এ শুধু তোমার মস্ত ভুল নয়, অসহ্য দর্প! আমি বরং এইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু তোমার কাছে হাত পেতে তোমার হাসি-কৌতুকের মাল-মসলা যুগিয়ে দেব না।

বৃন্দাবন। (গম্ভীরভাবে) আমার আর কিছুই বলবার নেই! চললুম!

প্রস্থানোদ্যত

কুসুম। দাঁড়াও, আর একটা কথা। দয়া ক'রে মিথ্যে ব'লো না—জিজ্ঞাসা করি, আমার সম্বন্ধে তোমার কি কোন সন্দেহ হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, আমি তোমার পা ছুঁয়ে শপথ কচ্চি—(নত হইল)

বৃন্দাবন একটু পিছাইয়া গিয়া কহিল

বৃন্দাবন। ও কি, নিরর্থক শপথ কর কেন? আমি তোমার সম্বন্ধে কিছুই শুনি নি। তা ছাড়া, পরের চলা-ফেরা গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখা আমার স্বভাব নয়, উচিতও নয়। সত্যি বলচি বিশ্বাস কর, তোমার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, ওই নিয়ে আলোচনা করতেও চাই নে। আমি সকলকেই ভাল মনে করি, তোমাকেও মন্দ মনে করি নে।

বৃন্দাবন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কুসুম উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে কাটিয়া পড়িল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুঞ্জর বাড়ি

অপরাহ্ন। দাওয়ার উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়া কুসুম অর্দ্ধ-সমাপ্ত একটা মশারি শেষ করিতেছে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, সে বড় ক্লান্ত ও ব্যথিত। গোপালের মা আসিযা দাওযার উপর বসিয়া কহিল

গোপালের মা। হ'ল দিদি ?

কুসুম। না, গোপালের মা—আরও খানিকক্ষণ লাগবে। ওঁদেরও তাড়া, আমিও পেরে উঠচি না। মশারিটা নিয়ে বড় মুস্কিলেই পড়েছি।

গোপালের মা। এত বড় মশারি, অমনি বল্‌লেই তৈরী হয়ে যায় নাকি ? আমি না হয় ওঁদের ব'লে আসি, আরও দু'দিন লাগবে ? কি বল কুসিদি ?

কুসুম। তাই তুমি একবার যাও গোপালের মা। এখনও অনেকখানি সেলাই করতে বাকী—দু'দিনই লাগ্‌বে।

গোপালের মা। আচ্ছা, এর জন্যে ওঁরা তোমাকে কত দাম দেবেন ?

কুসুম। তা তো জানি নে। ওঁদের যা দয়া হবে, দেবেন।

গোপালের মা। তবেই হয়েছে! শুন্‌তেই বড়লোক, কিন্তু একটা পয়সার জন্যে মরে-বাঁচে।

(কুসুম একটু হাসিল)

তুমি হাসচ, আচ্ছা, আমার কথাটা তখন মিলিয়ে নিও।

কুসুম। কি আর করব গোপালের মা! আমি একা মানুষ, যা হোক ক'রে চলে গেলেই হ'ল। তুমি আছ—আনা-নেওয়া কর, তাই তো একরকম আমার চলে যাচ্চে, নইলে কে আমার জন্যে এত হাঙ্গামা পোহাত বল ?

গোপালের মা। দেখ, আমার জন্যে তুমি ভেবো না। আমার ভাবনা হয়, তুমি না একটা কঠিন অসুখে পড়ে যাও? এত পরিশ্রম কি তোমার সহ্য হবে?

কুসুম। (ম্লানভাবে) এত সহ্য হচ্চে, আর এটা সহ্য হবে না?

গোপালের মা। কি আর বলব দিদি, সবই ভাগ্য! নইলে অমন শ্বশুরবাড়ি যার—তার কিনা আজ এই অবস্থা! তোমার কি মনে হয়, চরণকে তাঁরা সত্যিই পাঠাবেন না?

কুসুম। হাঁ। আমার সঙ্গে তো তাঁদের সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি চরণকে না দেখে কি ক'রে বাঁচব? আমি যে রাত্রে তার জন্যে ঘুমুতে পারি নে! বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধু তার কথাই মনে হয়।

জুতার শব্দে কুসুম চমকিয়া উঠিল। কুঞ্জর সাজগোজ করিয়া প্রবেশ

গোপালের মা। (কুঞ্জর প্রতি) এবারে দাদা অনেকদিন পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে।

প্রস্থান

কুঞ্জ। তোর বৃন্দাবন যে আবার বিয়ে কচ্চে রে!

কুসুম দাদর মুখের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, কাঠের মত নতমুখে বসিয়া রহিল। কুঞ্জ গলা চড়াইয়া বলিল

কুমীরের সঙ্গে বাদ ক'রে, কি ক'রে জলে বাস করে, আমাকে তাই একবার দেখতে হবে। ঐ নন্দ বোষ্টম, কত বড় বোষ্টমের বেটা বোষ্টম, আমি তাই দেখতে চাই, আমার জমিদারিতে বাস ক'রে আমারই অপমান!

কুসুম। কার কথা বল্‌চ দাদা?

কুঞ্জ। ঐ ব্যাটা নন্দ বোষ্টম।

কুসুম। সে কে?

কুঞ্জ। কে? আমার নলডাঙ্গার প্রজা! পুকুরপাড়ে ঘর বেঁধে আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব; সেই ব্যাটার মেয়ে—এই ফাল্গুন মাসে হবে, সব নাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে। বলে, মেয়েটাকে দেখতে

ভাল। দেখতে ভাল! তোর চেয়ে দেখতে ভাল, এ আমি চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারি না। কিরে কুসি, বলেছিলুম না। বেন্দা বৈরাগীর মত অমন নেমকহারাম বজ্জাত আর দুটি নেই—কেমন ফলল কিনা? মা বলেন, বেদ মিথ্যে হবে, কিন্তু কুঞ্জনাথের বচন মিথ্যে হবে না।

কুসুম মাথা নত করিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুঞ্জ তাহা লক্ষ্য করিয়া সস্নেহে কুসুমের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল

তুই কিছু ভয় করিস নি, বোন্, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। তখন দেখ্‌তে পাবি, তোর দাদা যা বলে তাই করে কিনা?

কুসুম। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তুমি এতে হাত দিয়ো না দাদা।

কুঞ্জ। (বিস্ময়াপন্ন হইয়া) হাত দেব না? তুই বল্‌চিস কি কুসি? আমার অপমান হবে, আর আমি তাই সহ্য করব? তুই কি ভেবেচিস্ আমাকে? আমি বিয়ে করেচি ব'লে তুই আমার পর হয়ে গেছিস্? ওরে, না না, এ তোর ভুল ধারণা—এ তোর ভুল ধারণা!

কুসুম। না দাদা, আমার কথা শোন, তুমি বাধা দিও না।

কুঞ্জ। (রাগ করিয়া) বাধা দেব না? নিশ্চয় দেব। আমার প্রজা—তুই বলিস কিরে! লোকে শুনলে আমাকে ছি ছি করবে না?

কুসুম। আমি মানা কর্‌চি দাদা, তুমি কিছুতেই হাত দিয়ো না। আমাদের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই, আর ঘাঁটাঘাটি ক'রে কেলেঙ্কারি বাড়িয়ো না—বিয়ে হ'চ্চে হোক্!

কুঞ্জ। (মহা ক্রুদ্ধ হইয়া) না।

কুসুম। না, কেন? আমাকে ত্যাগ ক'রে তিনি বিয়ে করেছিলেন, না হয় আর একবার করবেন। আমার পক্ষে দুই-ই সমান।

কুঞ্জ। (রাগ করিয়া) না, দুই-ই সমান নয়। তখন তুই ছিলি ছোট, সে কথা আলাদা। আর এখন তো তা নয়! এখন সেই নেমকহারামটা নিজেই তো আমাকে সেধেছিল, আমি

তো রাজীই হয়েছিলুম, তবে কেন সে তার মত বদলাবে? আমার মান নেই? পাঁচজনে এ কথা শোনে নি?

কুসুম। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তোমার পায়ে ধর্‌চি দাদা, অনর্থক বাধা দিয়ে হাঙ্গামা ক'রে আমার সমস্ত সম্ভ্রম নষ্ট ক'রে দিও না—তিনি যাতে সুখী হন, তাই ভাল।

কুঞ্জ ক্ষণকাল গুম্ হইয়া থাকিয়া, সহজভাবে বলিল

কুঞ্জ। হুঁ। জানি তো তোকে চিরকাল। একবার না বললে কার বাপের সাধ্যি হঁা বলায়। তুই কারো কথা শুন্‌বি নে, কিন্তু তোর কথা সবাইকে শুন্‌তে হবে। (ক্ষণকাল চুপ করিয়া) আর ধর্‌লে কথাটা মিথ্যেও নয়। তুই যখন কিছুতেই শ্বশুরঘর কর্‌বি নে, তখন তাদের সংসারই বা চলে কি ক'রে? এখন না হয় মা আছেন, কিন্তু তিনি তো চিরকাল বেঁচে থাকবেন না। বেশ! তোর যখন এতই অমত, তখন আর আমি বাধা দেব না। (কুসুমকে হঁাটুর উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিতে দেখিয়া) আচ্ছা কুসুম, এ দিকে বল্‌চিস তো বাধা দিও না, তবে বিয়ের কথা শুনে পর্যন্ত, তুই এত কাঁদ্‌চিস কেন? সে বিয়ে করুক, না করুক, তাতে তোর যখন কিছু এসে যায় না, তখন তোর আর কাঁদ্‌বার কি আছে! চুপ কর্ দিদি। এসে পর্যন্ত তোর জন্যে আমি এক ছিলিম তামাক পর্যন্ত খেতে পাই নি।

কুসুম চোখ মুছিয়া সহজ হইবার চেষ্টা করিয়া কহিল

কুসুম। তুমি জামা-কাপড় ছাড়, আমি তামাক সেজে আন্‌চি।

কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে যাইতে উদ্যত হইল

কুঞ্জ। জানিস, আর দু'তিন দিনের মধ্যে মার সঙ্গে আমি কাশী বৃন্দাবন বেড়াতে যাচ্চি।

কুসুম। বৌদি যাবে না?

কুঞ্জ। বাবাঃ, তাকে না নিয়ে গেলে তো কুরুক্ষেত্র বাধাবে আর আমিই বা তাকে ফেলে যাব কেন? তোকে বল্‌তে সাহস হয় না, নইলে মা বল্‌ছিলেন, আমরা সবাই যখন যাচ্চি, তখন তোমার

বোনকেও সঙ্গে নাও না। লোকে কথায় বলে, কাশী বৃন্দাবন! অনেক পুণ্যি না থাকলে আর কেউ সেখানে যেতে পারে'না।

কুসুম। (অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে) আমি যাব দাদা।

কুঞ্জ। যাবি? তোর কথা শুনে আমার কি আনন্দ যে হচ্চে! তুই দেখিস্ কুসুম, তোর ওপর মায়ের এতটুকু রাগ নেই।

কুসুম। রাগ থাক্, না থাক্, আমার তাতে কিছু এসে যাবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে দাসীর মত যাব, তাতেও আমার আর দুঃখ নেই।

কুঞ্জ। ছি দিদি, অমন কথা কেন বল্‌চিস! (মাথায় হাত দিয়া) তুই যে আমার ছোট বোন!

কুসুম চোখ মুছিতে লাগিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবনের বাড়ির বৈঠকখানা

মধ্যাহ্ন। ইটের ঘর। ঘরের আসবাবের মধ্যে চারখানি মোটা চেয়ার, একটি কাঠের টেবিল। টেবিলের উপর কতকগুলি বই, দোয়াত, কলম, কাগজ প্রভৃতি এলোমেলোভাবে ছড়ান রহিয়াছে।

বৃন্দাবন চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছিল

কেশবের প্রবেশ

বৃন্দাবন। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আসুন! বসুন!

কেশব। (হাসিয়া) কি ভায়া, চিন্‌তে পার্‌লে না?

বৃন্দাবন। (সলজ্জে) কৈ না।

কেশব। (হাসিয়া) দুর্গাদাসবাবুকে চেন? তোমার ইংরেজী শিক্ষক। আমি তাঁর ভাগ্নে কেশব।

বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিয়া এই বাল্য সুহৃদকে সজোরে আলিঙ্গন করিয়া কহিল

বৃন্দাবন। আমায় মাপ কর ভাই, আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে। (চেয়ার আগাইয়া দিয়া) ব'সো। কবে এলে?

কেশব। কাল রাত্রে।

উভয়ের উপবেশন

কেশব। মামার চিঠিতে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনে একবার দেখা করতে এলাম।

বৃন্দাবন। মাষ্টার মশাইয়ের কাছে তোমার খবরও আমি সব রাখি। তুমি এম-এ পাস ক'রে কলেজে শিক্ষকতা কর্‌চ, কেমন? ঠিক কিনা বল?

কেশব। তা ঠিক। মামীমা মারা যাবার পরই আমি এখান থেকে চলে যাই, দেখ্‌তে দেখ্‌তে পোনের-ষোল বছর হয়ে গেল—তোমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর বৃন্দাবন, ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে তুমি যে ভাবে আমার মনে আছ, এমন আর কেউ নেই।

বৃন্দাবন। সেটা কি উভয়ই সত্য নয়?

কেশব। সেটা তুমি বলতে পার। তুমি যে মামার কাছে নিয়মিত আমার সংবাদ নাও, সে কথাও মামা আমাকে তাঁর চিঠিতে বহুবার জানিয়েছেন। কিন্তু গতবারে একখানা চিঠিতে মামা তোমার সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তাতে তোমার প্রতি যে আমার কি শ্রদ্ধা হয়েছে, তা আর তোমায় কি বল্‌ব।

বৃন্দাবন। ছিছি, অমন কথা ব'লো না ভাই! মাষ্টার মশাই আমাকে স্নেহ করেন, তাই আমার সম্বন্ধে তিনি অত্যুক্তি করেছেন।

কেশব। এ কথা আমি মানৃতে রাজী নই বৃন্দাবন। আমার মামা মিথ্যে কথা তো দূরের কথা, কখন বাড়িয়েও বলেন না। তিনি যখন লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই তো পড়িয়েছি, কিন্তু বৃন্দাবন ছাড়া আর কেউ যথার্থ মানুষ হয়েছে কিনা জানি না, তখন এর একটি কথাও মিথ্যে হ'তে পারে না। কিন্তু যাক্, যখন তুমি লজ্জা পাচ্চ, তখন এ কথা আর তুলব না, শুধু মামার মতটাই তোমাকে

জানিয়ে দিলাম। আচ্ছা, শুনেছিলাম, দুপুর বেলাতেই তোমার পাঠশালা বসে। কৈ, আজ পাঠশালা বসে নি?

বৃন্দাবন। না ভাই, আজ আমাদের ছুটির দিন। তাই দুপুর-বেলা খেয়েদেয়ে না ঘুমিয়ে, একটু বই পড়ছিলাম।

কেশব। আর আমি এসে বাধা দিলাম। কি বল?

বৃন্দাবন। (হাসিয়া) মোটেই না।

কেশব। আমি কিন্তু তোমার পাঠশালা দেখবার জন্যেই এই সময়ে এসেছিলাম।

বৃন্দাবন। পাঠশালা আর কি দেখ্‌বে ভাই? আমাদেরই তাঁতি, কামার, গয়লা, চাষাদের ছেলেরা পড়ে। তাও তারা এত গরীব যে,—

কেশব। মাইনে তো দূরের কথা, পোড়োদের বই-টই, কাপড়-চোপড় সবই তোমাকে যোগাতে হয়। মামার চিঠিতে তোমার সব খবরই আমি পেয়েছি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বল তো? এতগুলি পোড়ো যোগাড় করলে কি ক'রে? আমিও তো তোমার মত সব ব্যবস্থাই করেছিলুম, কিন্তু ছাত্র জোটাতে পারলাম না।

বৃন্দাবন। কেন বল দেখি?

কেশব। সেইটাই তো তোমার কাছে আমার জিজ্ঞাস্য। আচ্ছা, তোমাকে সব খুলে বলি, শোন। দেখ, এটা আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি, যদি দেশের কোন কাজ থাকে তো ইতর সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। তুমি এটা বেশই জান, নইলে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে পাঠশালা খুলতে না। আমি এই জন্যে বিয়ে পর্যন্ত করি নি হে, তোমাদের মত আমাদের গাঁয়েও লেখাপড়া শেখাবার বালাই নেই, তাই প্রথমে একটা পাঠশালা খুলে—শেষে একটা স্কুলে দাঁড় করাব মনে করি—তা আমার পাঠশালাই চলল না—ছেলে জুটল না। আমাদের গাঁয়ের ছোট-লোকগুলি এম্‌নি শয়তান যে কোন মতেই ছেলেদের পড়্‌তে দিতে

চায় না। নিজের মানসম্ভ্রম নষ্ট ক'রে দিনকতক ছোটলোকদের বাড়ি পর্যন্ত ঘুরেছিলাম—না, তবুও না।

বৃন্দাবন। (শান্তভাবে) ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালায় ছেলে পাঠায় নি। কিন্তু তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মান-ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয় নি।

কেশব। (অপ্রতিভ হইয়া) না হে, না—তোমাকে—তোমাদের সে কি কথা! ছি ছি! তা আমি বলি নি, সে কথা নয়—কি জানো—

বৃন্দাবন। (হাসিয়া) আমাকে বল নি তা বিলক্ষণ জানি, কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলেচ।

কেশব। বৃন্দাবন, সত্যি বল্‌চি ভাই, তোমাকে আমি চাষা-ভূষোর দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ মনে ক'রেই অমন কথা ব'লে ফেলেচি। যদি জান্‌তুম, তুমি নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাগ কর্‌বে, কখন এ কথা মুখ দিয়ে বার করতাম না।

বৃন্দাবন। তাও জানি। কিন্তু তুমি আলদা ক'রে নিলেই তো আলাদা হ'তে পারি নে ভাই। আমার সাতপুরুষ এদেশের ছোটলোকদের সঙ্গে মিলে রয়েচে। আমিও চাষা, আমিও নিজের হাতে চাষ আবাদ করেছি। কেশব, এই জন্যেই তোমার পাঠশালায় ছেলে জোটে নি—আমার পাঠশালায় জুটেচে। আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল ছাড়া বড় নই, তাই তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেচে—তোমার কাছে যেতে ভরসা করে নি। তোমরা ছোটলোক ব'লে ডাকো, তারা মুখে তাদের অভিমান প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু তাদের অন্তর্যামী স্বীকার করেন না; তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান্‌ না। তুমি আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী—তোমায় শেখাবার আমার কিছু নেই। তবে এ কথাটা বন্ধু হিসেবে তোমায় জানাতে পারি, যদি সত্যিসত্যিই আমাদের অর্থাৎ এই দেশের ছোটলোকদের মঙ্গল

করতে চাও, তাহলে আগে তাদের আত্মীয় হ'তে শেখ। নইলে, ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোক ব'লে তোমাদের ভয় করবে, মান্য করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুন্‌বে না।

কেশব। বোধ করি তোমার কথাই সত্যি।

বৃন্দাবন। আচ্ছা কেশব, পৈতে হবার পর থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর?

কেশব। না।

বৃন্দাবন। জুতো পায়ে দিয়ে জল খাও?

কেশব। খাই।

বৃন্দাবন। মুসলমানের হাতের রান্না?

কেশব। প্রেজুডিস নেই। খেতে পারি।

বৃন্দাবন। তা হ'লে আমিও বল্‌তে পারি, ছোটলোকদের মধ্যে পাঠশালা খুলে, তাদের ছেলেদের শিক্ষা দেবার সংকল্প তোমার বিড়ম্বনা কিংবা—

কেশব। ধৃষ্টতা।

বৃন্দাবন। ঠিক তাই। কেশব, শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাকলেই পরের ভালো এবং দেশের কাজ করা যায় না। যাদের ভালো করবে, তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য করতে পারা চাই; বুদ্ধি বিবেচনায়, ধর্মে কর্মে, আচারে ব্যবহারে, এতটা এগিয়ে গেলে, তারাও তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু আর না, আমার কথায় রাগ করলে না তো?

কেশব। রাগ? ভাব্‌চি, এমন ক'রে তো কোন দিন ভাবি নি। সত্যিই তুমি আজ আমার মোহ কাটিয়ে দিলে। আজকের দিনটা চিরদিন আমার মনে থাকবে। এখন আমি আসি।

কেশব উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃন্দাবন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। কেশব অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিয়া কহিল

কেশব। এটা কি হ'ল?

বৃন্দাবন। তুমি বন্ধু হ'লেও ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে নিজের

তরফ থেকেও প্রণাম করেচি—ছাত্রদের তরফ থেকেও করেচি—বুঝলে তো ?

কেশব। (সলজ্জ হাস্যে) বুঝেচি। কালই এখান থেকে যেতে হবে, কবে দেখা হবে, ভগবান জানেন। চিঠি লিখলে জবাব দেবে বল ?

বৃন্দাবন। এ আর বেশী কথা কি কেশব ?

কেশব। বেশী কথাও আছে, বল্‌চি ! যদি কখন বন্ধুর প্রয়োজন হয়, স্মরণ করবে বল ?

বৃন্দাবন। তাও করব্‌।

একত্রে উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবনের বৈঠকখানার বারান্দা

অপরাহ্ণ। একখানা মাদুরের উপর বৃন্দাবন বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট। বৃন্দাবনের জননীর প্রবেশ

মা। তোকে কখন থেকে খুঁজ্‌চি। এখন চরণ গিয়ে বল্‌লে তুই বাড়ি ফিরেচিস। একটা কথা বলি শোন্‌, দুপুরবেলায় খেয়েদেয়ে কত ঘুমবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। চরণকে নিয়ে আমার বড় ভাবনা হয়েছে বাবা। এত দিন বাড়লের এই দিকটাই একটু ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু তারিণী মুখুজ্যের ছোট ছেলেটা ঐ ভাবে দু'চারবার ভেদ-বমি করার পরই মরে গেছে শুনে আমি আর সুস্থির হতে পারচি নে।

বৃন্দাবন। কিন্তু তারিণী মুখুজ্যের কি আক্কেলটা দেখ না মা ? পাড়ার মধ্যে আমাদের পুকুরটিই সম্বল। বাড়লের অন্য জায়গার মত এখনও যে আমাদের এদিকে মহামারী তেমন ভাবে দেখা দেয় নি, তার কারণ ওর জলটাই দূষিত হতে পায় নি। আর তারিণী মুখুজ্যের বাড়ির একজন মেয়েছেলে কিনা ঐ পুকুরের ঘাটের ওপরে কতকগুলো

কাপড়-চোপড় কাচছে। আসবার সময় ভাগ্যিস আমার চোখে পড়ল, নইলে ঐ কাপড়-চোপড় পুকুরের জলে ধুলে, আর কি রক্ষে থাকত? ঘাট থেকে কি উঠে যেতে চায়, অনেক ক'রে বল্‌তে তবে গেল।

জননী। তাই নাকি! কত টাকা খরচ ক'রে ঐ পুকুর প্রতিষ্ঠা করেছি—যাতে পাড়ার লোকে পরিষ্কার জল খেতে পায়, আর তারিণী মুখুজ্যের নিজের প্রয়োজনটাই বড় হ'ল!

বৃন্দাবন। তাই তো হ'ল মা! ওদিকে গোবিন্দ ডাক্তার তো তার ভিজিটের টাকা না পেলে রোগী দেখ্‌তে যাবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছে। আর তাকেই বা দোষ দেব কি! পাড়ার মধ্যে ঐ একটি ডাক্তার—হাতুড়ে হোক, ডাক্তার তো বটে। ওর ওষুধ খেয়ে দু'একজন যে বাঁচ্‌চে না, তাও তো নয়। এই তো গ্রামের অবস্থা! এখন কি যে করি কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারচি নে।

মা। প্রতি বারেই এই সময়টা ওলাউঠা হয়, এবারে যেন বেশী দেখ্‌চি। তাই তো তোকে বল্‌তে এসেচি বাবা, চরণকে নিয়ে তুই কালই বাইরে যা।

বৃন্দাবন। তুমি বল্‌চ মা?

মা। হাঁ রে, চরণের জন্যে আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে।

বৃন্দাবন। বেশ, তাহলে তুমি ব্যবস্থা কর—কালই সবাই যাব।

মা। (আশ্চর্য হইয়া) আমি কোথায় যাব রে? আমি গেলে আমার ঠাকুর কে দেখবে?

বৃন্দাবন। কেন? পুরুতঠাকুর দেখবেন। আমি তার সব ব্যবস্থা ক'রে দেব।

মা। আমার ঠাকুরের ভার অপরে নেবে, আর আমি পালিয়ে যাব?

বৃন্দাবন। তা নয় মা, তোমার ভার তোমারই রইল, শুধু দু'দিন পরে এসে তুলে নিও।

মা। (দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া) তা হয় না বৃন্দাবন। আমার শাশুড়ীঠাকরুণ এ ভার আমাকে দিয়ে গেছেন, আমিও যদি কখন

তেমন ক'রে দিতে পারি, তবেই দেব, না হ'লে আমারই মাথায় থাক্। কিন্তু তোরা যা।

বৃন্দাবন। এই সময়ে কি ক'রে তোমাকে একা রেখে যাব মা? ধর যদি—

মা। (হাসিয়া) সে তো সুসময় বাবা! তোর কোলে মাথা রেখে যাব, এর চেয়ে বড় আশা আর কি আমার আছে বল্! তাই হোক বৃন্দাবন, আমার আশীর্বাদ নিয়ে তোরা নির্ভয়ে যা, আমি আমার ঠাকুর নিয়ে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব।

বৃন্দাবন। (দৃঢ়স্বরে) তা হ'লে আমারও যাওয়া হবে না। তোমার ঠাকুর আছে, আমারও মা আছেন। নিজের জন্যে আমি এতটুকু ভয় পাই নি মা, শুধু চরণের মুখের দিকে চাইলেই বুকের ভেতরটা যেন কি রকম ক'রে উঠ্‌চে! কিন্তু যাওয়া যখন কোনমতেই হতে পারে না, তখন আজ থেকে তাকে ঠাকুরের পায়ে সঁপে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকব।

চরণ আসিয়া ঠাকুরমার হাত ধরিয়া দাঁড়াইল। বৃন্দাবনের জননী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন

জননী। তুই এক কাজ কর্ বাবা, চরণকে আমার ওর মায়ের কাছে রেখে আয়।

বৃন্দাবন। (কুণ্ঠিতভাবে) তার কাছে কেন মা?

মা। আমি বল্‌চি বৃন্দাবন, এ দুঃসময়ে চরণ ওর মায়ের কাছে গিয়ে থাকুক, তাহলে আমি অনেকটা শান্তিতে থাকতে পারব।

বৃন্দাবন। তুমি যখন বল্‌চ মা, তখন তাই-ই হবে।

চরণ। (নাচিয়া উঠিয়া) আমি মার কাছে যাব বাবা।

বৃন্দাবন। (কাছে টানিয়া) কিন্তু সেখানে গিয়ে তোকে অনেক দিন থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পার্‌বি থাকতে?

চরণ। (পিতার গলা জড়াইয়া) খুব পারব। কখন যাব বাবা?

বৃন্দাবনের জননী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন

জননী। আচ্ছা, এখন আয়। চরণকে লইয়া জননীর প্রস্থান

তারিণী মুখুজ্যে হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল

তারিণী। তুমি নাকি আমার বাড়ির লোককে পুকুরে নামতে দাও নি?

বৃন্দাবন। তা নয়, আমি ময়লা কাপড় ধুতে মানা করেচি।

তারিণী। (চেঁচাইয়া) কোথায় ধোবে? থাকব বাড়লে, ধুতে যাব বন্দিবাটীতে? উচ্ছন্ন যাবি বৃন্দাবন—উচ্ছন্ন যাবি। ছোটলোক হ'য়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্বংশ হবি।

বৃন্দাবন। (আত্মসংবরণ করিয়া) আমি একা উচ্ছন্ন যাই, তাতে ক্ষতি নেই; কিন্তু আপনি সমস্ত পাড়াটা যে উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন করেচেন। গ্রাম উজাড় হ'য়ে যাচ্চে, শুধু আমাদের এই পাড়াটা ওরই মধ্যে একটু ভাল আছে, তাও আপনি থাকতে দেবেন না?

তারিণী। (উদ্ধতভাবে) চিরকাল মানুষ পুকুরে কাপড়-চোপড় কাচে না তো কি তোমার মাথার ওপর কাচে বাপু?

বৃন্দাবন। (দৃঢ়ভাবে) এ পুকুর আমার। আপনি নিষেধ যদি না শোনেন, আপনার বাড়ির কোন লোককে আমি পুকুরে নাবতে দেব না।

তারিণী। নাবতে দিবি নে তো আমরা যাব কোথায় বলে দে?

বৃন্দাবন। এখান থেকে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পারেন। কাপড়-চোপড় ধুতে হ'লে ঐ মাঠের ধারের ডোবাতে গিয়ে ধুতে হবে।

তারিণী। (মুখ বিকৃত করিয়া) ছোটলোক হ'য়ে তোর এত বড় মুখ? তুই বলিস্ মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে? একলা আমার বাড়িতেই বিপদ ঢোকে নি রে, তোর বাড়িতেও ঢুকবে।

বৃন্দাবন। (শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে) আপনি এখন শোকে কাতর, আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়—কিন্তু হাজার অভিসম্পাত দিলেও, আমি পুকুরের জল নষ্ট করতে দেব না।

তারিণী (জ্বলিয়া উঠিয়া) দিবি না?

প্রস্থান

বৃন্দাবন গালে হাত দিয়া ক্ষণকাল নির্জীবের মত বসিয়া থাকিয়া ডাকিল

বৃন্দাবন। মধু! মধু?

মধুর প্রবেশ

দেখ্, এখন থেকে তোর আর বাড়ির কাজ করতে হবে না। তুই আমাদের পুকুরটা পাহারা দিবি। দেখ্‌বি, কেউ যেন জলে কাপড়-চোপড় না কাচে। যা, এখনি যা—রাত অবধি থাকবি।

মধুর প্রস্থান

ঘোষালের প্রবেশ

ঘোষাল। এই যে বৃন্দাবন! বলি বাপু, তোমাকে সবাই সৎ ছেলে বলেই জানে, একি ব্যবহার তোমার? ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে মারা যাচ্চে, তার ওপর তুমি তাদের পুকুর বন্ধ করে দিয়েচ? জান তো তারিণী আমার কি রকম আত্মীয়! তার এই বিপদের কথা শুনে তো চুপ করে থাকতে পারি নে, তাই তোমার কাছে এলাম।

বৃন্দাবন। দেখুন, আমি পুকুর বন্ধ করি নি, জল তোলা বন্ধ করি নি, আমি শুধু ময়লা কাপড় ধোয়া বন্ধ করেচি।

ঘোষাল। ভাল কর নি বাপু। আচ্ছা, আমি ব'লে দিচ্ছি, তোমার মান্য রেখে ঘাটের ওপর না ধুয়ে একটু তফাতে ধোবে।

বৃন্দাবন। এই পুকুরটি মাত্র সমস্ত গ্রামের সম্বল, কিছুতেই আমি এমন সময়ে এর জল নষ্ট হতে দেব না।

ঘোষাল। (রুষ্ট হইয়া) এ তোমার অন্যায় জিদ্ বৃন্দাবন। শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা-করা পুষ্করিণীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত হয় না। দুপাতা ইংরিজী পড়ে শাস্ত্র বিশ্বাস না করলে চলবে কেন বাপু?

বৃন্দাবন। (বিরক্ত হইয়া) শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনাদের মন-গড়া শাস্ত্র মানি নে। যা বলেছি তাই হবে, আমি ওর জলে ময়লা ধুতে দেব না। আর কেউ ম'লে ওসব কাপড় পুড়িয়ে ফেলত, কিন্তু আপনারা যখন সে মায়া ত্যাগ করতে পারবেন না, তখন মাঠের ডোবা থেকে পরিষ্কার ক'রে আনুন, আমার পুকুরে চলবে না।

বৃন্দাবন বাড়ির ভিতরে যাইতে উদ্যত হইল

ঘোষাল। এত অহঙ্কার! তোমার এ অহঙ্কার থাকবে না

বৃন্দাবন। ভগবান আছেন! ব্রাহ্মণকে অমান্য করার ফল হাতে-হাতে পাবে।

প্রস্থান

হন্তদন্ত হইয়া মধুর প্রবেশ

মধু। দাদাবাবু?

বৃন্দাবন থমকিয়া দাঁড়াইল

বৃন্দাবন। (উদ্বিগ্ন হইয়া) কিরে মধু?

মধু। দাদাবাবু, তারিণী ঘোষালের বিধবা মেয়ে বালিশের অড়, বিছানার চাদর প্রভৃতি আমাদের পুকুরের জলেই কাচ্‌ছে—আমার নিষেধ সে কিছুতেই শুন্‌লে না।

বৃন্দাবন। (কাতর হইয়া) শুন্‌লে না? বলিস্ কিরে? ওরে সর্বনাশ হ'ল রে, সর্বনাশ হ'ল!

উন্মত্তের ন্যায় বৃন্দাবন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

চতুর্থ দৃশ্য

কুঞ্জর বাড়ি

প্রাতঃকাল। কুঞ্জ ঘরের ভিতর হইতে দাওয়ার উপর আসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া ডাকিল

কুঞ্জ। ও কুসি, একবার শোন্?

কুসুম রান্নাঘরের দিক হইতে দাওয়ার উপর আসিয়া কহিল

কুসুম। বাড়িঘর এই ক'দিনের মধ্যে কি অপরিষ্কারই হয়েছে।

কুঞ্জ। তা হোক্। ওসব এখন আর পরিষ্কার করতে হবে না, আমরা তো বৈকালেই এখান থেকে যাব। সেখানেই যখন থাকতে হবে, তখন আর পরিষ্কার ক'রে কি লাভ? আবার তো যা, তাই-ই হবে।

কুসুম। কিন্তু ভাবচি আমার কি সেখানে থাকা উচিত হবে?

কুঞ্জ। কেন হবে না শুনি? মা কি বললেন? বললেন না, আমাদের বড়লোকদের শত্তুর পদে-পদে—তুমি সোমত্ত মেয়ে, সেখানে একলা পড়ে থাকলে, সমাজে আর আমরা মুখ দেখাতে পারব না। দেখ্, তুই কিচ্ছু ভাবিস নি। মা কখন মন্দ পরামর্শ দেবেন না। আর তুই নিজেও তো আমার মাকে দেখ্‌লি। এই যে এতদিন তাঁর সঙ্গে তীর্থ ক'রে এলি, বল্, তোর কোন অসুবিধা হয়েছে?

কুসুম। না, তা হয় নি।

কুঞ্জ। তবে? আর সময় নষ্ট করিস নি, যাহোক কিছু রান্না ক'রে নে—আমি একবার পাড়াটা ঘুরে আসি।

প্রস্থান

কুসুম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা পুঁটুলি খুলিতে লাগিল। চরণ "মা" "মা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাড়ির ভিতর আসিয়া, ঘরের মধ্যে কুসুমকে দেখিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া গেল। তাহার পিছু পিছু বৃন্দাবন আসিয়া দাওয়ার কাছে দাঁড়াইল। কুসুম চরণকে কোলে লইয়া, মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল

বৃন্দাবন। কুঞ্জদা কই?

কুসুম। কি জানি, কোথায় বেড়াতে গেছেন।

বৃন্দাবন। দেখে মনে হয়, এ যেন পোড়ো-বাড়ি। এতদিন তোমরা কি এখানে ছিলে না?

কুসুম। না।

বৃন্দাবন। কোথায় ছিলে?

কুসুম। (তাচ্ছিল্যভরে) এখানে সেখানে নানা জায়গায় ছিলুম।

বৃন্দাবন। আচ্ছা, আমি কি দাঁড়িয়ে থাকব? একটা বসবার আসন-টাসন দেবে না?

কুসুম। কি জানি, কোথায় আসন-টাসন আছে।

কুসুম যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। বৃন্দাবন এই অবহেলায় আঘাত পাইল, কিন্তু সে নম্রস্বরে কহিল

বৃন্দাবন। আমি বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। যে জন্যে এসেছি, বলি। আমাদের ওখানে ভারী ওলাওঠা হচ্ছে, তাই চরণকে তোমার কাছে রেখে যাব।

কুসুম। (প্রজ্বলিত অভিমানভরে) ওঃ—তাই দয়া ক'রে নিয়ে এসেচ? কিন্তু অসুখ বিসুখ নেই কোন্ গ্রামে? আমিই বা পরের ছেলের দায় ঘাড়ে করব কি সাহসে?

বৃন্দাবন। (শান্তভাবে) আমি যে সাহসে করি ঠিক সেই সাহসে। তা ছাড়া তোমাকেই বোধকরি, ও সবচেয়ে ভালবাসে।

কুসুম কি একটা বলিতে যাইতেছিল, চরণ হাত দিয়া তাহার মুখ নিজের মুখের কাছে আনিয়া বলিল

চরণ। মা, বাবা বলেছেন, আমি তোমার কাছে থাক্‌ব।

কুসুম। (চরণের চিবুক ধরিয়া) আমার কাছে থেকে তোমার কাজ নেই চরণ, তোমার নতুন মা এলে তার কাছে থেকো।

বৃন্দাবন। (ম্লান হাসিয়া) তাও শুনেচ। আচ্ছা, বল্‌চি তাহলে। মা একা আর পেরে ওঠেন নাই বলেই একবার ও-কথা উঠেছিল কিন্তু তখনি থেমে গেছে।

কুসুম। থাম্‌লো কেন?

বৃন্দাবন। তার বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু সে কথায় আর কাজ নেই।—চরণ, আয় রে, আমরা যাই—বেলা বাড়্‌চে।

চরণ। (অনুনয় করিয়া) বাবা, কাল যাব।

কুসুম কোন কথা না বলিয়া চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিল

বৃন্দাবন। আর দেরি করিস্ নে রে, আয়।

চরণ মায়ের মুখের দিকে সতৃষ্ণ চোখ দুটি তুলিয়া শেষে নিঃশব্দে পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

বৃন্দাবন। তোর মাকে প্রণাম ক'রে এলি নে রে?

চরণ কুসুমের পায়ের ধূলা লইয়া পিতার নিকট যাইতে, বৃন্দাবন তাহার হাত ধরিয়া খানিকটা অগ্রসর হইলে, কুসুম ডাকিল

কুসুম। একবার শোনো।

বৃন্দাবন চরণকে লইয়া দাওয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

তোমার কি এর মধ্যে অসুখ করেছিল ?

বৃন্দাবন। না।

কুসুম। তবে, তোমাকে এত শুক্‌নো দেখাচ্চে কেন ?

বৃন্দাবন। তা তো বল্‌তে পারি নে। বোধ করি ভাবনায় চিন্তায় অমন দেখাচ্চে।

কুসুম। (শ্লেষ করিয়া) ভাবনা চিন্তা ! তোমার তো ষোল আনাই সুখের ! ভাবনা চিন্তা কি শুনি ?

বৃন্দাবন। সে তুমি বুঝ্‌বে না ! দেখ, যদি আর কখন না বল্‌তে পাই, তাই আজই কথাটা বলে যাই। আজ রাগের মাথায় তোমার চরণকে তুমি ঠাঁই দিলে না, কিন্তু আমার অবর্তমানে দিয়ো।

কুসুম। (বাধা দিয়া) ও সব আমি শুন্‌তে চাই নে।

বৃন্দাবন। তবু শোন। আজ তোমার হাতেই তাকে দিতে এসেছিলাম।

কুসুম। আমাকে তোমার বিশ্বাস কি ?

বৃন্দাবন। (অশ্রুসজল দৃষ্টিতে) তবু সেই রাগের কথা ? কুসুম, শুনি তুমি অনেক শিখেচ, কিন্তু মেয়েমানুষ হ'য়ে ক্ষমা করতে শেখাই যে সবচেয়ে বড় শেখা এটা কেন শেখো নি ! কিন্তু তুমি চরণের মা, এই আমার বিশ্বাস। ছেলেকে মা-বাপের হাতে দিয়ে বিশ্বাস না হ'লে কার হাতে হয় বল ? আচ্ছা, এখন চল্‌লুম।

চরণকে লইয়া প্রস্থান

কুসুম খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কোন্ মহাশূন্যে যেন তাহার দৃষ্টি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল

পঞ্চম দৃশ্য

ব্রজেশ্বরীর কক্ষ

অপরাহ্ণ। মেঝের উপর বসিয়া কুসুম ব্রজেশ্বরীর চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। (কুঞ্জর স্ত্রীর নাম ব্রজেশ্বরী। বয়স তাহার পনের উত্তীর্ণ হয় নাই, কিন্তু তাহার কথার বাঁধুনী ও বিষের জলনে তাহার মাকেও চোখের জল ফেলিতে হইত।) একটু অন্তরালে, পাশের উঠানের এক কোণে কুঞ্জর শাশুড়ী, অর্থাৎ ব্রজেশ্বরীর মা, তাঁহার গাঁজাখোর বোনপো গোবর্ধনকে কি বলতে সে জোরে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির শব্দ শুনিয়া, ব্রজেশ্বরী তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল

ব্রজেশ্বরী। আচ্ছা গোবর্ধনদাদা! আগে কোনকালে তোমাকে তো আমাদের বাড়িতে দেখতে পেতাম না, আজকাল হঠাৎ ও-পাড়া থেকে এখানে এমন সদয় হয়ে উঠেচ কেন বল তো? বাড়ির ভেতর আসা-যাওয়া একটু কম করে ফ্যালো।

কুঞ্জর শাশুড়ী। (অগ্নিমূর্তি হইয়া) আগে ওর ইচ্ছে হয় নি, তাই আসে নি, এখন ইচ্ছে হয়েচে আস্‌চে। তোর কি?

ব্রজেশ্বরী। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) এই ইচ্ছাটাই আমি পছন্দ করি নে। আমার নিজের জন্যেও ততো বলি নে মা, কিন্তু আমার ননদ রয়েচে, সে পরের মেয়ে, তা তো মনে রাখতে হবে।

কুঞ্জর শাশুড়ী। (সপ্তমে চড়িয়া) পরের মেয়ের জন্য কি আমার আপনার বোন্‌পো ভাইপোরা পর হয়ে যাবে, না, বাড়ি ঢুক্‌বে না? আর ঐ পরের মেয়েটি কি পরদার বিবি, না, কারু সাম্‌নে বার হন না? ওলো, ও যেমন ক'রে বার হ'তে জানে, তা দেখলে আমাদের বুড়ো মাগীদের পর্যন্ত লজ্জা করে।

ব্রজেশ্বরী। দেখ মা, তোমায় একটা কথা বলি। যতদিন আমি আমার ননদকে চিনি নি, ততদিন তুমি যা বলেছ আমি চুপ ক'রে শুনে গেছি। আজ তার সম্পর্কে তোমার কোন অভদ্র ইঙ্গিত আমি সহ্য করব না। এটা তুমি জেনে রেখ, তাকে আমি শুধু ননদ ব'লে

নয়, আমার বোনের মত ভালবাসি। আর গোবর্ধনদাদা তোমায় মুখ ফুটে বল্‌তে ভারী লজ্জা করচে, তাই বল্‌তে পারলুম না, কিন্তু পুকুর থেকে আমি সব দেখেচি। দাদার মত আসতে পার তো এসো, না হ'লে তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে—সে দুঃখ মাও ঠেকাতে পারবে না, তা বলে দিচ্চি।

কুঞ্জর শাশুড়ী। কি হয়েছিল রে গোবর্ধন?

গোবর্ধন। (মুখ রাঙ্গা করিয়া) তোমার দিব্যি মাসি, আমি জানি নে,—কোন্‌ শালা পুকুর-পাড়ের ঝোপের ভিতর—মাইরি বল্‌চি—একটা দাঁতন ভাঙতে—জিজ্ঞেস কর্‌বে চল ময়রাদের দোকানে—আসুক ও আমার সঙ্গে ও-পাড়ায়, ভজিয়ে দিচ্চি—

দ্রুত প্রস্থান

কুঞ্জর শাশুড়ী। পালাস নে গোবর্ধন, দাঁড়া—

পিছু পিছু দ্রুত প্রস্থান

ব্রজেশ্বরী কুসুমের কাছে ফিরিয়া আসিতে, কুসুম রুদ্ধকণ্ঠে বলিল

কুসুম। কেন বৌ, আমার কথায় তুমি কথা কইতে গেলে? আমাকে কি তুমি এখানেও টিক্‌তে দেবে না?

ব্রজেশ্বরী। অন্যায় আমি কোন মতেই সইতে পারি নে ঠাকুরঝি, তা তোমার জন্যই হোক্‌, আর আমার জন্যই হোক্‌। ও হতভাগাকে আমি বাড়ি ঢুকতে দেব না—ওর মতলব আমি টের পেয়েছি। আমার মা'টিকে তুমি জান না ঠাকুরঝি! মায়ের প্রশ্রয়েই তো ও হতভাগার এত বড় সাহস হয়েচে!

কুসুম। (কাঁদ কাঁদ হইয়া) তোমার দুই পায়ে পড়ি বৌদি, আমার কথা নিয়ে কথা ক'য়ে আর আমাকে বিপদে ফেলো না।

ব্রজেশ্বরী। কিন্তু আমি বেঁচে থাক্‌তে বিপদ হবে কেন?

কুসুম। (প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া) হবেই। চোখে দেখচি হবে। (কপালে সজোরে আঘাত করিয়া) এই হতভাগা কপালকে যেখানে নিয়ে যাব, সেইখানেই বিপদ সঙ্গে সঙ্গে যাবে। বোধ করি, স্বয়ং ভগবানও আমাকে রক্ষা করতে পারেন না! (কাঁদিতে লাগিল)

ব্রজেশ্বরী সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল

ব্রজেশ্বরী। বোধ করি নিতান্ত মিথ্যে বল নি। রাগ ক'রো না ভাই, কিন্তু শুধু কপালের দোষ দিলে হবে কেন? তোমার নিজেরও কম দোষ নয় ঠাকুরঝি।

কুসুম। (মুখের পানে চাহিয়া) আমার নিজের দোষ কি! আমার ছেলে-বেলার ঘটনা সব শুনেচ তো?

ব্রজেশ্বরী। শুনেচি। কিন্তু সে আগাগোড়া মিথ্যে। কণ্ঠি বদল ক'রে তোমার বিয়ে, কোন দিনই হয় নি। তোমার মা, আমার যিনি শাশুড়ী ছিলেন, তিনি রাগে দুঃখে মিথ্যে মিথ্যে তা রটিয়ে-ছিলেন। আসলে, তোমার বিয়ে একবারই হয়েছিল।

কুসুম। এ কি বল্‌চ ঠাকুরঝি?

ব্রজেশ্বরী। কেন? তুমি কি কিছুই শোন নি? তোমার দাদা তোমায় কিছু বলেন নি?

কুসুম। না।

ব্রজেশ্বরী। সে কি গো? আমি মনে করেচি, তুমি সমস্ত জেনেই এখানে এসেচ। আর এসেচ ব'লে, প্রথম দিন তোমার উপর আমার ভারী রাগ হয়েছিল। পাছে তুমি মনে দুঃখ পাও, তাই তোমায় কিছু বলি নি। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ তোমার ঐ দাদাটি! কি গণ্ডগোলই নিজে বাধালে, আর তোমায় একটা কথাও বল্‌লে না! জানো তো, আমাদের সবারই পশ্চিমে যাবার কথা ছিল, কিন্তু আমার হঠাৎ অসুখ হওয়াতে আমাদের দু'জনের আর যাওয়া হ'ল না, তোমাকে নিয়েই মা চলে গেলেন। সেই সময়ে একদিন ঠাকুর-জামাইয়ের সঙ্গে নন্দজ্যাঠার মেয়ের বিয়ের কথাটা পাকাপাকি হবার কথা ওঠে। এই না শুনে তোমার দাদা তো রেগে আগুন। তিনি বললেন, আমার বোনের একবারই বিয়ে হয়েছিল—কণ্ঠিবদল ক'রে বিয়ের কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। অতএব নন্দজ্যাঠার মেয়ের সঙ্গে ঠাকুরজামাইয়ের বিয়ে তিনি কিছুতেই হ'তে দেবেন না। তখন

ঠাকুরবাড়ির বড় বাবাজীকে ডাকা হ'ল—তিনি এলেন। তাঁর সামনে প্রমাণ হয়ে গেল যে, আমার শাশুড়ী আর নন্দজ্যাঠাইমা এক গাঁয়েরই মেয়ে—তোমাকে নিয়ে তিনি নন্দজ্যাঠার বাড়িতেই আসেন। সেই সময়ে নন্দজ্যাঠার ছেলের সঙ্গে কণ্ঠিবদলের কথাটা উঠেছিল বটে, কিন্তু তা হয় নি। আচ্ছা, তোমার দাদার না হয় বাইয়ের ছিট্ আছে—সব সময় সব কথা খেয়াল থাকে না, কিন্তু ঠাকুরজামাই নিজেও তো সব কথা শুনে গেছেন, তিনিও কি কোন ছলে জানান্ নি? আগে শুনেছিলুম তোমার জন্যে তিনি নাকি—

কুসুম। (ভগ্নস্বরে) বৌ, সেদিন হয়তো তিনি তাই বল্‌তে এসেছিলেন।

ব্রজেশ্বরী। কোন্ দিন? সম্প্রতি এসেছিলেন?

কুসুম। হাঁ, আমরা যেদিন এখানে আসি সেদিন সকালে।

ব্রজেশ্বরী। তার পরে?

কুসুম। আমার দুর্ব্যবহারে না বলেই ফিরে যান।

ব্রজেশ্বরী। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) কি করেছিলে? কুঞ্জে ঢুকতে দাও নি, না কথা কও নি?

কুসুম চুপ করিয়া রহিল

(গম্ভীরভাবে) অবশ্য কি করেছিলে, তা আমি জানি নে, কিন্তু যাই-ই ক'রে থাক, কাজটা ভাল কর নি। যদি আমার কথা শোন, তাহলে বলি, এমন বিপদের দিনে স্বামী-পুত্রকে ফেলে রেখে এখানে থেকো না।

কুঞ্জর শাশুড়ী আসিয়া ঘরের আড়ালে দাঁড়াইলেন

কুসুম। (উদ্‌গ্রীব হইয়া) বিপদের দিন কেন?

ব্রজেশ্বরী। বিপদের দিন বই কি! অবশ্য তাঁরা ভাল আছেন, কিন্তু বাড়লে সেই যে ওলাউঠা শুরু হয়েছিল, শুনলুম, এখন নাকি তা ভয়ানক বেড়েছে—প্রত্যহ দশজন বারজন ক'রে মারা যাচ্চে—

কুসুম। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) বৌদি, আমার চরণকে তিনি দিতে এসেছিলেন,—আমি নিই নি!

ব্রজেশ্বরী। বেশ, এখন শুন্‌লে তো! এখন গিয়ে তাকে নাও গে!

কুসুম। কি ক'রে যাব?

কুঞ্জর শাশুড়ী আর নিজেকে গোপনে রাখিতে পারিলেন না, ঘরের দিকে আগাইয়া আসিয়া তীব্র শ্লেষের সহিত বলিলেন

কুঞ্জর শাশুড়ী। বলি, ঠাকুরঝি-ঠাকরুণকে কি পরামর্শ দেওয়া হচ্চে?

ব্রজেশ্বরী। তোমার কিন্তু ভয়ের কারণ নেই মা, আপনার লোককে কেউ খারাপ মতলব দেয় না, আমিও দিচ্চি নে।

কুঞ্জর শাশুড়ী। তার মানে আমি লোকজনকে কু-মতলব দিয়ে থাকি, না? ও কালামুখীকে যখন ঘরে ঢুকিয়েচি, তখন এ-বাড়িও ছারখার করবে।

ব্রজেশ্বরী। সেই জন্যেই কালামুখীকে বল্‌ছিলুম, যা শ্বশুরঘর কর্‌ গে যা, থাকিস্‌ নে এখানে।

কুঞ্জর শাশুড়ী। বলি, কোন্‌ শ্বশুরঘরে ঠাকুরঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস্‌ লো? নন্দ বোষ্টম—

ব্রজেশ্বরী। (ধমক দিয়া) সমস্ত জেনে ন্যাকা সেজে খামকা মানুষকে অপমান ক'রো না—শ্বশুরঘর মেয়েমানুষের দশ-বিশটা থাকে না যে, আজ নন্দ বোষ্টমের নাম করবে, কাল তোমার গোবর্ধনের বাপের নাম করবে, আর তাই চুপ ক'রে শুনতে হবে।

কুঞ্জর শাশুড়ী। হতভাগী, মেয়ে হয়ে তুই মার নামে এত বড় অপবাদ দিস্‌!

ব্রজেশ্বরী। অপবাদ হ'লেও বাঁচতুম মা, এ যে সত্যি কথা। বল তো মা সত্যি ক'রে, ঠাকুরঝিকে এখানে কি মতলব নিয়ে আনিয়েছিলে। আহা, গোবর্ধনটার যদি একটা গতি হয়, কি বল মা? মাইরি বল্‌ছি মা, তোমাদের মত দু-একটি বোষ্টম মেয়েদের গুণে আমার বরং হাড়ি মুচি ব'লে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বোষ্টম বল্‌তে মাথা কাটা যায়। থাক্‌ চেঁচামেচি ক'রো

না, যদি অপবাদ দিয়েচি বলেই তোমার দুঃখ হয়ে থাকে, ঠাকুর-ঝিকে বাড়লে পাঠিয়ে, তার পরে তোমার যা মুখে আসে, তাই ব'লে আমাকে গাল দিও ; তোমার দিব্যি ক'রে বলচি মা, কথাটি কব না।

কুঞ্জর শাশুড়ী। (কণ্ঠস্বর নরম করিয়া) সেখানে পাঠিয়ে দিলেই বা তারা নেবে কেন ? তোর চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি, আর তারা ওর কেউই নয়। মিথ্যে আশা দিয়ে ওকে তুই নাচিয়ে বেড়াস নি।

হন্ হন্ করিয়া প্রস্থান

কুসুম শুষ্ক পাণ্ডুর মুখখানি উঁচু করিতেই ব্রজেশ্বরী বলিয়া উঠিল

ব্রজেশ্বরী। মিথ্যে কথা বোন, মিথ্যে কথা। মা জেনে শুনে ইচ্ছে ক'রে মিথ্যে কথা বলে গেলেন। আচ্ছা এখনি আস্‌চি আমি—

ব্রজেশ্বরী তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইতে যাইতেছে, এমন সময়ে মস্ মস্ জুতোর শব্দ করিতে করিতে কুঞ্জ আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীকে দেখিয়া ব্রজেশ্বরী বলিল

একটা কথা বলি শোন।

কুঞ্জ। আঃ, এই আস্‌চি, একটু জিরুতে দাও না। জমিদারি চালান কি সহজ ব্যাপার !

ব্রজেশ্বরী। বাজে কথা রাখ ! যা বল্‌চি, শোন। এখনি একবার তোমাকে ঠাকুরঝিকে নিয়ে বাড়লে যেতে হবে।

কুঞ্জ। এ্যাঁ, বল কি ! আমি যাব বাড়লে ? সেই নেমকহারামটার বাড়িতে ? কি রে কুসি, বাড়লে যাবার কথা কি বলচে ?

কুসুম। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আমাকে তুমি সেখানে নিয়ে চল।

কুঞ্জ। ও ! তুই বুঝি বলেচিস ! বলি, মান-সম্ভ্রম ব'লে কি আমার কিছু নেই ! এখন কি আমি যা-তা একটা কিছু করতে পারি ! লোকে শুনলে বলবে কি ?

ব্রজেশ্বরী। বলবে তোমার মাথা আর মুণ্ডু ! বলি যাবে কিনা ?

কুঞ্জ। আরে শুনেচ তো, সেখানে রোজ দশ-বিশটা ক'রে মর্‌চে—এখন সেখানে যায়? ও আমি কোন মতেই পারব না।

ব্রজেশ্বরী। তবে কোন লোক পাঠিয়ে তাঁদের খবর এনে দাও।

কুঞ্জ। (খানিকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া) তা হ'তে পারে বটে!

ব্রজেশ্বরী। তাহলে এখনি তার ব্যবস্থা কর। রাত্রির মধ্যে যেন খবর এনে দেয়।

কুঞ্জ। সন্ধ্যেও তো হয়েই এল, দেখি, কাকে পাঠাতে পারি? উঃ, একটু কি বিশ্রাম পাবার জো আছে! কাজ—কাজ—কাজ!

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাড়লের পথ

ভোরবেলা। একটি গাছের তলায় বসিয়া ২য়-বৈরাগী নিজের মনে গান গাহিতেছে। আলুথালু বেশে পাগলিনীর মত কুসুম প্রবেশ করিয়া বৈরাগীকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং গান শুনিতে শুনিতে তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল

গান

হরিণাম-সুধারসে কেন রসনা রস না।
বিরস-বিষয়-রসে, কেন সতত বাসনা।
দারা সুত আদি সবে, সকলি পড়িয়া রবে
সার মাত্র সঙ্গে যাবে, সেই নামের সাধনা।

গান শেষ হইলে কুসুম জিজ্ঞাসা করিল

কুসুম। (উদ্বিগ্নভাবে) হাঁ বাবা, বাড়ল আর কত দূর?

বৈরাগী। এইটাই তো বাড়ল মা! তুমি কাদের বাড়ি যাবে মা?

কুসুম। গৌরদাস অধিকারীর বাড়ি।

বৈরাগী। ও বুঝেছি! এই তো সেদিন অধিকারীর গিন্নীর মৃত্যু হয়েছে। পোড়া গ্রামে কি রোগই ঢুকেছে! দু'চার বার ভেদ-বমি হচ্চে, আর লোকগুলো পটাপট মরে যাচ্চে।

কুসুম। কে মরেছে বল্‌লে বাবা?

বৈরাগী। কেন? অধিকারীর গিন্নী—আমাদের বৃন্দাবন অধিকারীর মা।

কুসুম। তিনি মারা গেছেন?

বৈরাগী। হঁ্যা। সব দিন তো ও-দিকটায় যাই নে, পরশু গিয়েছিলুম। শুনলুম, বুধবার রাত্রে দু'চার বার ভেদ-বমি হবার পরই তিনি নিজের ঘরে ম'রে পড়েছিলেন। তাঁর রোগের কথা তাঁর ছেলেও জান্‌তে পারে নি।

কুসুম। আমি বড় বিপদে পড়েচি বাবা, দয়া ক'রে তাঁদের বাড়িটা আমায় দেখিয়ে দেবে?

বৈরাগী। তুমি কোথা থেকে আসচ মা?

কুসুম। নলডাঙ্গা।

বৈরাগী। নলডাঙ্গা? আমাদের বড় বাবাজীর গ্রাম থেকে? আচ্ছা, চল মা চল। কিন্তু তোমায় যে মা আরও খানিকটা হাঁটতে হবে—পার্‌বে তো?

কুসুম। খুব পারব। একটু তাড়াতাড়ি চল বাবা।

বৈরাগী। চল মা, চল। কিন্তু একটা কথা বড় জান্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।

কুসুম। কি?

বৈরাগী। নলডাঙ্গা থেকে এতটা পথ, কোন্ রাত থাক্‌তে বেরিয়ে, একলাই হেঁটে আস্‌চ মা?

কুসুম। হাঁ বাবা, একলাই আসচি, বড় বিপদে প'ড়েই বাড়ি থেকে একলা আসতে হয়েচে। তুমি একটু তাড়াতাড়ি চল বাবা!

বৈরাগী। চল মা, চল।

উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

গোপাল ডাক্তারের ডাক্তারখানা

প্রাতঃকাল। পথের ধারেই মাটির একটি ঘরে ডাক্তারখানাটি। ভিতরে একখানি জীর্ণ চেয়ার, তদনুরূপ একটি টেবিল। একধারে একটি বেঞ্চি, এবং তাহারি পিছনে একটি ভগ্ন আলমারিতে গুটিকতক ঔষধের শিশি। গোপাল ডাক্তার চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিয়া, একটি ন্যাকরা দিয়া টেবিলের ধূলা ঝাড়িতেছেন

আকুলভাবে বৃন্দাবনের প্রবেশ

মাতৃবিয়োগজনিত তাহার অশৌচ অবস্থা

বৃন্দাবন। (আকুলভাবে) বড় বিপদ ডাক্তারবাবু, আমার চরণের কাল রাত থেকে ভেদ-বমি হচ্চে। একবার তাকে দেখবেন চলুন ?

গোপাল। (মাথা তুলিয়া) না বৃন্দাবন, তোমার বাড়িতে আমি যেতে পারি নে, আর তোমার ছেলের চিকিৎসাও আমি করতে পারব না।

বৃন্দাবন। (অবাক হইয়া) কেন ?

গোপাল। (অগ্নিমূর্তি হইয়া) কেন কি ? তখন মনে ছিল না যে তারিণী মুখুজ্যে এই ডাক্তারবাবুরই মামা ? ছোটলোক হ'য়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান।

বৃন্দাবন। (কাঁদিয়া ফেলিয়া, পা ধরিয়া) আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পা ছুঁয়ে বলচি, তারিণী ঠাকুরকে আমি কিছুমাত্র অপমান করি নি ; যা তাঁকে নিষেধ করেছিলাম,—সমস্ত গ্রামের ভালর জন্যেই করেছিলাম। আপনি ডাক্তার, আপনি তো জানেন, এ সময় খাবার জল নষ্ট করা কি ভয়ানক অন্যায় !

গোপাল। (পা ছিনাইয়া লইয়া) অন্যায় বই কি ! মামা ভারী অন্যায় করেছে। আমি ডাক্তার আমি জানি নে, তুমি দুর্গাদাসের কাছে দু'ছত্তর ইংরেজী প'ড়ে, আমাকে জ্ঞান দিতে এসেচ ! এত

বড় পুকুরে দু'খানা কাপড় কাচলে জল নষ্ট হয়! আমি কচি খোকা? এ আর কিছু নয় বাপু, এ শুধু টাকার গরম! ছোটলোকদের টাকা হ'লে যা হয় তাই! নইলে বামুনের তুমি ঘাট বন্ধ করতে চাও? এত দর্প! এত অহঙ্কার! যাও—যাও—আমি তোমার বাড়ি মাড়াব না।

ছেলের জন্য বৃন্দাবনের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ডাক্তারের পা জড়াইয়া ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল

বৃন্দাবন। ঘাট মান্‌চি, পায়ের ধুলো মাথায় নিচ্চি ডাক্তারবাবু, একবার চলুন! শিশুর প্রাণ বাঁচান। একশ টাকা দেব—দু'শ টাকা—পাঁচশ টাকা—যা চান্ দেব ডাক্তারবাবু, চলুন—ওষুধ দিন।

গোপাল। পাঁচশ টাকা! (একটু নরম হইয়া) কি জান বাপু, তা হ'লে খুলে বলি। ওখানে গেলে আমাকে একঘরে হ'তে হবে। তারিণী মামা অনুমতি না দিলে আমার সঙ্গে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ আহার-ব্যবহার বন্ধ ক'রে দেবে। নইলে আমি ডাক্তার, আমার কি! টাকা নেব ওষুধ দেব। কিন্তু সে তো হবার জো নেই। তোমার ওপর দয়া করতে গিয়ে শেষে কি এক ফ্যাসাদ বাধাব? বরং এক কাজ কর, ঘোষাল মশায়কে নিয়ে মামার কাছে যাও—তিনি প্রাচীন লোক, তাঁর কথা সবাই শোনে—হাতে পায়ে ধর গে—কি জান বৃন্দাবন, তাঁরা একবার বললেই আমি—আজকাল টাট্‌কা ভাল ওষুধ এনেচি—দিলেই সেরে যাবে।

বৃন্দাবন। আপনি বল্‌চেন তাঁদের কাছে যেতে?

গোপাল। ভয় নেই ছোক্‌রা, যাও দেরি ক'রো না।

বৃন্দাবন ছুটিয়া যাইবে, এমন সময়ে গোপাল বলিলেন

একটু দাঁড়াও! দেখ বাপু, আমার টাকার কথাটা সেখানে ব'লে কাজ নেই—যাও, ছুটে যাও।

তারিণী মুখুজ্যে খুব উল্লাসের সহিত প্রবেশ করিতে করিতে কহিলেন

তারিণী। ওহে ভাগ্নে, বেন্দা বোষ্টমের ছেলের খবরটা শুনেছ তো?

বৃন্দাবনকে দেখিতে পাইয়া গট গট্ করিয়া আগাইয়া গিয়া বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলেন। বৃন্দাবন তাঁহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল

বৃন্দাবন। একবার অনুমতি দিন ডাক্তারবাবুকে আমার চরণকে দেখতে যেতে?

তারিণী। (পিশাচের হাসি হাসিয়া) আমি দেব অনুমতি! পা ছাড়্ বেটা। (জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া) সন্ধ্যে-আহ্নিক না ক'রে জলগ্রহণ করি নে। কেমন, ফলল কি না! নির্বংশ হ'লি কিনা!

খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিতে করিতে খুব হৃষ্টচিত্তে ঘোষাল মহাশয় প্রবেশ করিয়া বৃন্দাবনকে দেখিয়া

ঘোষাল। (স্বগত) যা ভেবেচি তাই! ব্যাটাকে আসতেই হবে আমাদের গোপালের কাছে। (তারিণীর প্রতি) কি হে তারিণী, বেন্দা বোষ্টম অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে কেন গো?

তারিণী। (জোরে হাসিয়া) বলে, একবার অনুমতি দিন, ডাক্তারবাবুকে আমার ছেলেকে দেখতে যেতে।

ঘোষাল। হুঁ। তুমি কি বল্‌লে? সেদিনের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ তো?

তারিণী। সে আর বলতে!

ঘোষাল মহাশয় বেঞ্চির উপর উপবেশন করিয়া খুব বিজ্ঞের মত বলিতে লাগিলেন

ঘোষাল। শাস্ত্রে আছে, কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। ছোটলোককে শাসন না করলে সমাজ উচ্ছন্ন যায়। এমনি ক'রেই কলিকালে ধর্মকর্ম—ব্রাহ্মণের সম্মান লোপ পাচ্চে—কেমন হে তারিণী, সেদিন বলি নি তোমাকে, বেন্দা বোষ্টমের ভারী বাড় বেড়েচে। যখন ও আমার কথা মান্‌লে না, তখনি জানি, ওর উপর বিধি বাম! আর রক্ষে নেই! হাতে হাতে ফল দেখলে তারিণী?

তারিণী। (মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া) আর আমি! আমি বুঝি বলি নি! সেদিন পুকুড়-পাড়ে দাঁড়িয়ে পৈতে হাতে ক'রে

কে বলেছিল, নির্বংশ হবে! জান্‌লে খুড়ো, আহ্নিক না ক'রে জলগ্রহণ করি নে! সে তো আর মিছে কথা নয়! এখনও চন্দ্র সূর্য উঠচে, এখনও জোয়ার ভাঁটা খেল্‌চে!

গোপাল। (বৃন্দাবনের প্রতি) তুমি বাপু আর শুধু শুধু এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আমি তো কখন্‌ তোমাকে ব'লে দিয়েচি, হাজার টাকা দিলেও তোমার বাড়িতে আমি পা মাড়াব না।

বৃন্দাবন চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল
তারিণী পৈশাচিকভাবে হাসিয়া উঠিল

অষ্টম দৃশ্য

বৃন্দাবনের শয়নকক্ষের এক অংশ

প্রাতঃকাল। মেঝের উপর বিছানা পাতা। বিছানাটি অয়েল-ক্লথে ঢাকা। তাহার উপর চরণ শুইয়া রোগের যন্ত্রণায় ছটফট্‌ করিতেছে। শিয়রে বৃন্দাবন পাথরের মত বসিয়া আছে। চরণের পায়ের দিকে বাড়ির বুড়ী ঝি পার্বতী একটি মালসাতে আগুন জ্বালিয়া চরণের পায়ে সেক দিতেছে। অদূরে একটি খাবার জলের কল্‌সি ও কাঁসার গেলাস রাখা আছে। জল দিতে দিতে পার্বতী কহিল

পার্বতী। তাহলে ডাক্তারের কি করবে দাদাবাবু?

বৃন্দাবন। কি আর করব পার্বতী! মাষ্টার-মশাইকে বলেছি কেশবকে কলকাতায় তার করতে, যেন সে একজন ডাক্তার নিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে আসে। এখন ঠাকুর যা করবেন তাই হবে। (কাঁদিয়া ফেলিয়া চরণের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া) হ্যাঁরে চরণ, তুইও কি যাবি নাকি রে?

পার্বতী। (ধমক দিয়া) ও কি কথা দাদা! বালাই, ষাট!

চরণ ছটফট্‌ করিতে করিতে বলিল

চরণ। জল! জল দাও! উঃ!

পার্বতী জল খাওয়াইয়া দিল

আমি মার কাছে যাব বাবা। মা? মা?

বৃন্দাবন। (একটু আরাম বোধ করিয়া) তোর মা তো সে বাড়িতে নেই চরণ।

চরণ। (অধৈর্য হইয়া) কখন মা আসবে?

বৃন্দাবন। সে তো জানি নে বাবা। আচ্ছা, আজই আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চি।

চরণ। উঃ! গেলুম! জল দাও! জল!

পার্বতী জল খাওয়াইয়া দিল

বৃন্দাবন। বড্ড কষ্ট হচ্চে বাবা?

চরণ। মা? মা এসেছ?

(নেপথ্যে) কুসুম চিৎকার করিয়া উঠিল—চরণ?

বৃন্দাবন। কে?

কুসুম ঘরের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রবেশ করিয়া খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল

কুসুম। বাড়িতে ঢুকে মধুর কাছে আমি সব শুনেছি। ডাক্তারবাবু কি বল্‌চেন?

বৃন্দাবন। ডাক্তার দেখান হয় নি।

কুসুম। কেন?

বৃন্দাবন। সে অনেক কথা।

চরণ। মা? মা এসেচ? উঃ! একটু জল!

কুসুম কলসি হইতে জল লইয়া চরণকে খাওয়াইয়া, তাহার শিয়রে বসিয়া কহিল

কুসুম। কি কষ্ট হচ্চে চরণ?

চরণ। খালি তেষ্টা পাচ্চে মা, আর বুকের ভেতরটা কেমন কচ্চে! তুমি আর যেও না মা, তুমি আর যেও না!

বৃন্দাবন। (কুসুমের প্রতি) খুব সময়ে এসেচ! খালি তোমাকেই ডাক্‌চে।

কুসুম। (কাতর হইয়া) আচ্ছা, একজন ডাক্তারকে তুমি ডাকতে পাচ্চ না? এখানে যদি ডাক্তার না থাকে, তাহলে আমাদের গোবিন্দ ডাক্তারকে আন্‌তে পাঠাও না কেন?

বৃন্দাবন। এখানকার কোন গ্রামে ভাল ডাক্তার নেই। তোমাদের গোবিন্দ ডাক্তারের চেয়ে আমাদের গোপাল ডাক্তার তবু ভাল, কিন্তু তিনি আস্‌বেন না। আমি পাঁচশ টাকা দেব বলেছিলুম, তবুও তিনি এলেন না।

কুসুম। কেন?

বৃন্দাবন। ও-সব কথা এখন থাক্‌। তবে আমার মাষ্টার মশাই তাঁর ভাগ্নেকে কলকাতা থেকে একজন ডাক্তার আনবার জন্যে তার ক'রে দিয়েছেন। দেখি কি হয়। নইলে ঠাকুর যা করবেন তাই হবে। আমি আর কিছু বলতে পারচি নে—আমি ঠাকুরঘরে গিয়ে প'ড়ে থাকি গে। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) শুধু শেষ সময়টায় একবার ডেকো। হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো, দীনবন্ধো জগৎপতে!

প্রস্থান

কুসুমের দুই গণ্ড বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল

নবম দৃশ্য

বৃন্দাবনের বাড়ির বৈঠকখানা

অপরাহ্ণ। ঘরের আসবাব পূর্ববৎ (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য দ্রষ্টব্য) কিন্তু দেওয়ালে একটি ভিক্ষার ঝুলি টাঙানো আছে। বৃন্দাবন ও কেশব দুইখানি চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া কথোপকথনে রত। বৃন্দাবনের জননীর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়া যাওয়ায় বৃন্দাবন এখন অশৌচমুক্ত। এই কারণে তাহার মুণ্ডিত মস্তক ও সাধারণ বেশ—গায়ে ফতুয়া, পরিধানে মোটা কাপড়।

বৃন্দাবন। দেখ কেশব, আজ চার দিন হ'ল আমার চরণের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে কত কথাই না আমার মনের মধ্যে তোলপাড় ক'রে উঠেচে, কিন্তু সেদিন শ্মশান থেকে ফির্‌তে ফির্‌তে

যে পরম সত্যটির সন্ধান পেয়েছি, সেটাই অহর্নিশ আমার সমস্ত মন জুড়ে আছে।

কেশব। কি বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন। বল্‌চি। তোমার ছেলে নেই, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আমার জ্বালা বুঝবে না—বোঝা অসম্ভব। এ এমন জ্বালা যে, মহা শত্রুর জন্যও কেউ কামনা করে না। কিন্তু এরও দাম আছে কেশব,—খুব বড় রকমের দামই আছে। তাই বোধ হয় ভগবান এরও ব্যবস্থা করেছেন। জান্‌লে কেশব, সংসারে একছেলে মরারও প্রয়োজন আছে।

কেশব। ছি ছি, কি বল্‌চ বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন। ঠিকই বলচি ভাই। কোন বড় জিনিসই বিনা দুঃখে মেলে না ভাই, আজ আমার চরণের মৃত্যুতে যে শিক্ষা লাভ হ'ল, তত বড় শিক্ষা, পুত্র-শোকের মত মহৎ দুঃখ ছাড়া কিছুতেই মেলে না। বুক চিরে দেখাবার হ'লে তোমাকে দেখাতাম, আজ পৃথিবীর যেখানে যত ছেলে আছে, তাদের সবাইকে আমার চরণ তার নিজের জায়গাটি ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুমি ব্রাহ্মণ, আজ আমাকে শুধু এই আশীর্বাদ কর, আজ যা পেয়েচি, তাকে যেন না হারিয়ে ফেলে সব নষ্ট ক'রে বসি।

কেশব। কি আর বলব ভাই! মামার তার পেয়েই অবিনাশকে নিয়ে ছুটে এলুম, রুগীর অবস্থা দেখে অবিনাশ একেবারে হাল ছাড়ে নি, কিন্তু তার কোন চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত কোন কাজে এল না। ও ডাক্তার বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে ও সত্যিই খুব ভেঙ্গে পড়েছিল।

বৃন্দাবন। ভাই, ডাক্তারবাবুর ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব না। তিনি সাধ্যের অতীত চেষ্টা করেছেন, আমার ভাগ্যে যা আছে তা তিনি খণ্ডাবেন কি ক'রে। যাক্! এখন কাজের কথা বলি। যে জন্যে তোমাদের আট্‌কে রেখেছি, আজ সেটা শেষ ক'রে তোমাদের ছুটি দেব—তাহলেই আমারও ছুটি হ'য়ে যাবে। আচ্ছা, মাষ্টার মশাই আর ডাক্তারবাবু এখনও এলেন না তো?

কেশব। মামা আমাকে বল্‌লেন, তুমি এগোয় কেশব, আমি অবিনাশকে সঙ্গে ক'রে যাচ্চি। (হাত-ঘড়ি দেখিয়া) তাঁর আসবার সময় হয়েচে।

বৃন্দাবন। দেখ কেশব, কাজ আমি সব শেষ ক'রেই ফেলেছি, এখন শুধু তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া। আমাদের এ পাড়ায় যে কূপটা হবে তার খুব বিশেষ খরচ পড়বে না। কিন্তু গ্রামের পূর্ব্বদিকে যে কূপটার কথা বলেছি, সেটা বেশ বড় রকমের না হ'লে, ও-দিককার অত লোকের জলকষ্ট যাবে না। ও-দিককার মত দুঃখী লোকের বাস বাড়লের আর কোথাও নেই। ওদের দিকে আমাদের বেশী নজর দিতে হবে। এবারের মহামারীতে ওদের ঘরে ঘরে লোক মারা গেছে।

অবিনাশ-ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া দুর্গাদাস মাষ্টার মহাশয়ের প্রবেশ।
বৃন্দাবন তাড়াতাড়ি তাঁহাদের পায়ের ধূলা লইয়া সম্ভাষণ করিল—

আসুন আপনারা, বসুন।

দুর্গাদাস ও অবিনাশের আসন-গ্রহণ

মাষ্টার মশাই, আমি সমস্তই আমার কাজের ভার কেশবের ওপর দিতে চাই। সেই মর্ম্মেই আমার দানপত্র রেজেষ্ট্রী করিয়েচি। আপনাদের সামনেই আমার শেষ কাজটি সম্পন্ন করব ব'লে অপেক্ষা করছিলেম। (টেবিলের একটি ড্রয়ার হইতে দলিল বার করিয়া, কেশবের হাতে দিয়া) ভাই কেশব, দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যতীত আমার সমুদয় সম্পত্তি এই দানপত্রে রেজেষ্ট্রী করা আছে। দেখো ভাই, বিষাক্ত জল খেয়ে আমার চরণের বন্ধু-বান্ধবেরা যেন আর না মরে। আর আমার সকল সম্পত্তির বড় সম্পত্তি হ'চ্চে আমার পাঠশালা। এর ভারও যখন নিলে, তখন আর আমার কোন চিন্তা নেই। যদি কোন দিন এদিকে ফিরে আসি, যেন দেখতে পাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও মানুষ হয়েচে। আমি সেইদিনে শুধু চরণের দুঃখ ভুলব।

দুর্গাদাস। (নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া) তোমাকে সান্ত্বনা দেবার কথা খুঁজে পাইনে বাবা! কিন্তু দুঃখ যত বড়ই হোক্, সহ্য করাই

তো মনুষ্যত্ব। অক্ষম অপরাগ হ'য়ে সংসার ত্যাগ করা কখনই ভগবানের অভিপ্রায় নয়।

বৃন্দাবন। (মৃদু কণ্ঠে) সংসার ত্যাগ করার কোন সঙ্কল্প তো আমার নেই মাষ্টার মশাই। বরং সে তো একেবারে অসম্ভব। ছেলেদের মুখ না দেখতে পেলে আমি একটা দিনও বাঁচব না। আপনার দয়ায় আমি পণ্ডিত মশাই ব'লে সকলের পরিচিত, আমার এ সম্মান আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না, আর কোথাও গিয়ে এই ব্যবসাই আরম্ভ করে দেব।

দুর্গাদাস। কিন্তু তোমার সর্বস্ব তো জলকষ্ট মোচনের জন্য দান ক'রে গেলে, তোমাদের ভরণ-পোষণ হবে কি ক'রে ?

বৃন্দাবন সহাস্যে দেয়ালে টাঙানো ভিক্ষার ঝুলি দেখাইয়া বলিল

বৃন্দাবন। বৈষ্ণবের ছেলের কোথাও মুষ্টি ভিক্ষার অভাব হবে না মাষ্টার মশাই, এইতেই আমার বাকী দিনগুলো স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। তা ছাড়া সম্পত্তি আমার চরণের, আমি তারই সঙ্গী-সাথীদের জন্যে দিয়ে গেলাম।

দুর্গাদাস। (ধীরে ধীরে) সেটা ভাল হবে না বাবা, তোমার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বৌমার পক্ষে সেটা বড় লজ্জার কথা। এমন হ'তেই পারে না বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন। (মুখ নীচু করিয়া) তিনি তাঁর ভায়ের কাছেই যাবেন।

দুর্গাদাস। বৃন্দাবন, একটা কথা আমায় বুঝিয়ে বল্‌বে ?

বৃন্দাবন। বলুন ?

দুর্গাদাস। আচ্ছা, তুমি জন্মভূমি ত্যাগ কর্‌তে চাইছ কেন ? এখানে থেকেও তো পূর্বের মত সমস্ত হ'তে পারে।

বৃন্দাবনের চোখ ছল্‌ ছল্‌ করিয়া উঠিল, কহিল

বৃন্দাবন। ভিক্ষা ছাড়া আমার আর উপায় নেই, কিন্তু সে আমি এখানে পারব না। তা ছাড়া এ বাড়িতে যে-দিকে চোখ পড়ছে, সেই দিকেই আমার চরণের ছোট হাত দু'খানির চিহ্ন

দেখতে পাচ্চি। আমাকে ক্ষমা করুন মাষ্টার মশাই, আমি মানুষ, মানুষের মাথা এ গুরুভারে গুঁড়ো হ'য়ে যাবে।

দুর্গাদাস বিমর্ষ মুখে মৌন হইয়া রহিলেন। হঠাৎ অবিনাশ বলিলেন

অবিনাশ। দেখ কেশব, বৃন্দাবনবাবুর বৈরাগ্যের কারণ কোন-মতে বুঝা যায়, কিন্তু তোমার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্চি না। আচ্ছা, তুমি কি সত্যই তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে এই পাঠশালা নিয়ে, সারা জীবন থাকবে স্থির করেছ?

কেশব। কেন, এতে বিস্ময়ের কি আছে? শিক্ষা দেওয়াই তো আমার ব্যবসা।

অবিনাশ। (উত্তেজিত হইয়া) তা জানি, কিন্তু কলেজের প্রফেসারি আর এই পাঠশালার পণ্ডিতি কি এক? এতে কি উন্নতি আশা কর শুনি?

দুর্গাদাস। (ঘাড় নাড়িয়া) ঠিক বলেচ অবিনাশ, আমিও সেই কথা বলি।

কেশব। আমার কথা হ'চ্চে, আমার কাছে টাকা রোজগার আর উন্নতি এক নয়।

অবিনাশ। নয় জানি। কিন্তু এমন গ্রামে বাস করলেও মহাপাতক হয়। বৃন্দাবনবাবুকে আমার কোন কথা বলে চলে না, কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, তোমাকে আমি বল্‌তে পারি। উঃ—এসে, যা তাঁর দুর্দশা দেখেছি, তা মনে হ'লেও গা শিউরে ওঠে! আর তুমি চাইচ এই গ্রামেতেই থেকে, এখানকার উন্নতি করবে।

বৃন্দাবন। (হাসিয়া) ডাক্তারবাবু, আমার অপরাধ নেবেন না। আজ আমার দুর্দশা দেখে আপনি শিউরে উঠেছেন, কিন্তু এমনি দুর্দশায় প্রতি বৎসর কত শিশু, কত নর-নারী হত্যা হয়, সে কি কোন দিন আপনাদের চোখে পড়েচে? রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু, আপনারা সবাই আমাদের এমন নির্মমভাবে ত্যাগ ক'রে চলে না গেলে, আমরা তো এত নিরুপায় হ'য়ে মরি না। যারা আপনাদের মুখের অন্ন, পরনের বসন যোগায় সেই হতভাগ্য

দরিদ্রের এই সব গ্রামেই বাস। তাদের দু'পায়ে মাড়িয়ে থেঁৎলে আপনাদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি তৈরী হয়। সেই উন্নতির পথ থেকে কেশব এম-এ পাস ক'রেও স্বেচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েচে।

কেশব আনন্দে উৎসাহে সহসা বৃন্দাবনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল

কেশব। বৃন্দাবন, মানুষ হবার কত বড় সুযোগই না আমাকে দিয়ে গেলে? দশ বছর পরে একবার দয়া ক'রে ফিরে এসো, দেখে যেয়ো তোমার জন্মভূমিতে লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা!

দুর্গাদাস ও অবিনাশ উভয়েই এই দুটি বন্ধুর মুখের দিকে শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এক সময়ে দুর্গাদাস বলিলেন

দুর্গাদাস। তোমাদের দেখে ভারী আনন্দ হচ্চে। মনে হচ্ছে, নতুন ক'রে যেন আবার আমরা গৌর-নিতাইকেই দেখতে পাচ্চি!

মঞ্চের আলো নিভিয়া গেল

কালান্তর

গভীর রাত্রি। শূন্য দালান। এককোণে মিটমিট করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের অনতিদূরে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া কুসুম শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ দেখিলে মনে হয়, আত্মগ্লানি ও পুত্রশোকে সে যেন পুড়িয়া ঝলসিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া, বোষ্টম ভিক্ষুকের বেশে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া, কুসুমকে তদবস্থায় দেখিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল

বৃন্দাবন। যাবার সময় তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে এলেম। কেশব কাল তোমায় তোমার দাদার কাছে রেখে আসবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে। আর মায়ের সিন্দুকে যত গহনাপত্র আর টাকাকড়ি ছিল তার বেশীর ভাগই তোমার জন্যে কেশবের কাছে রেখে দিয়েছি—সে সবই কাল তোমাকে দেবে। আর বাকীটা আমি পার্বতী, পুরোহিত-মশাই আর মধুকে ভাগ ক'রে দেয়েছি। তোমার অংশে যা রইল তা থেকে তোমার একলার একরকম চ'লে যাবে। আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি চল্‌লুম।

যাইতে উদ্যত

বৃন্দাবন থমকিয়া দাঁড়াইল। কুসুম গলায় আঁচল দিয়া উপুড় হইয়া বৃন্দাবনের পায়ের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া মুখপানে চাহিয়া বড় করুণ কণ্ঠে বলিল

সবাই বলে, তুমি সইতে পেরেচ, কিন্তু আমার বুকের ভেতর দিবানিশি হু-হু ক'রে জ্বলে যাচ্চে, আমি বাঁচব কি ক'রে? তোমাকে রেখে আমি মরবই বা কি ক'রে?

বৃন্দাবন। কুসুম, আমি যাতে শান্তি পেয়েছি, তুমিও তাতে পাবে—সে ছাড়া আর পথ নেই। চরণকে যে কত ভালবাসতে তা আমি জানি কুসুম। তাই তোমাকে এ পথে ডাকৃচি। সে তোমার মরে নি, হারায় নি, শুধু লুকিয়ে আছে—একবার ভাল ক'রে দেখতে শিখলেই দেখতে পাবে, যেখানে যত ছেলেমেয়ে আছে, আমাদের চরণও তাদের সঙ্গে আছে।

কুসুম। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বৃন্দাবন। (সভয়ে) আমার সঙ্গে? সে অসম্ভব।

কুসুম। (দৃঢ়ভাবে) খুব সম্ভব। আমি যাব।

বৃন্দাবন। (উৎকণ্ঠিত হইয়া) কি ক'রে যাবে কুসুম, আমি তোমাকে প্রতিপালন করব কি ক'রে? আমি নিজের জন্য ভিক্ষে করতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য তো পারি নে। তা ছাড়া তুমি হাঁটবে কি ক'রে?

কুসুম। (অবিচলিত ভাবে) যে ক'রে নলডাঙ্গা থেকে এতটা পথ হেঁটে এসেছি। তা ছাড়া ভিক্ষে করতে তোমাকে আমি দেব না, তা সে আমার জন্যই হোক, আর তোমার নিজের জন্যই হোক। তুমি শুধু তোমার কাজ ক'রে যেয়ো, আমি উপায় করতেও জানি, সংসার চালাতেও জানি। দাদার সংসার এতদিন আমিই চালিয়ে এসেছি।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল

ভাবনা মিছে। আমি যাবই। অবহেলায় ছেলে হারিয়েচি, স্বামী হারাতে আর চাইনে।

বৃন্দাবন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিল

বৃন্দাবন। চরণ আমার যে মন্ত্রে আমাকে দীক্ষিত ক'রে গেছে, পারবে সেই মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করতে ?

কুসুম। (শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে) পারব।

বৃন্দাবন। তবে চল।

কুসুম বৃন্দাবনের হাত ধরিল। উভয়েই অগ্রসর হইতে লাগিল আর গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ,
লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে,
সে হয় আমার প্রাণ রে॥

যবনিকা